Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

মহাসমাধি, চৈত্র—১৩৮৩

দিব্য দর্শন

দিব্য দর্শন

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

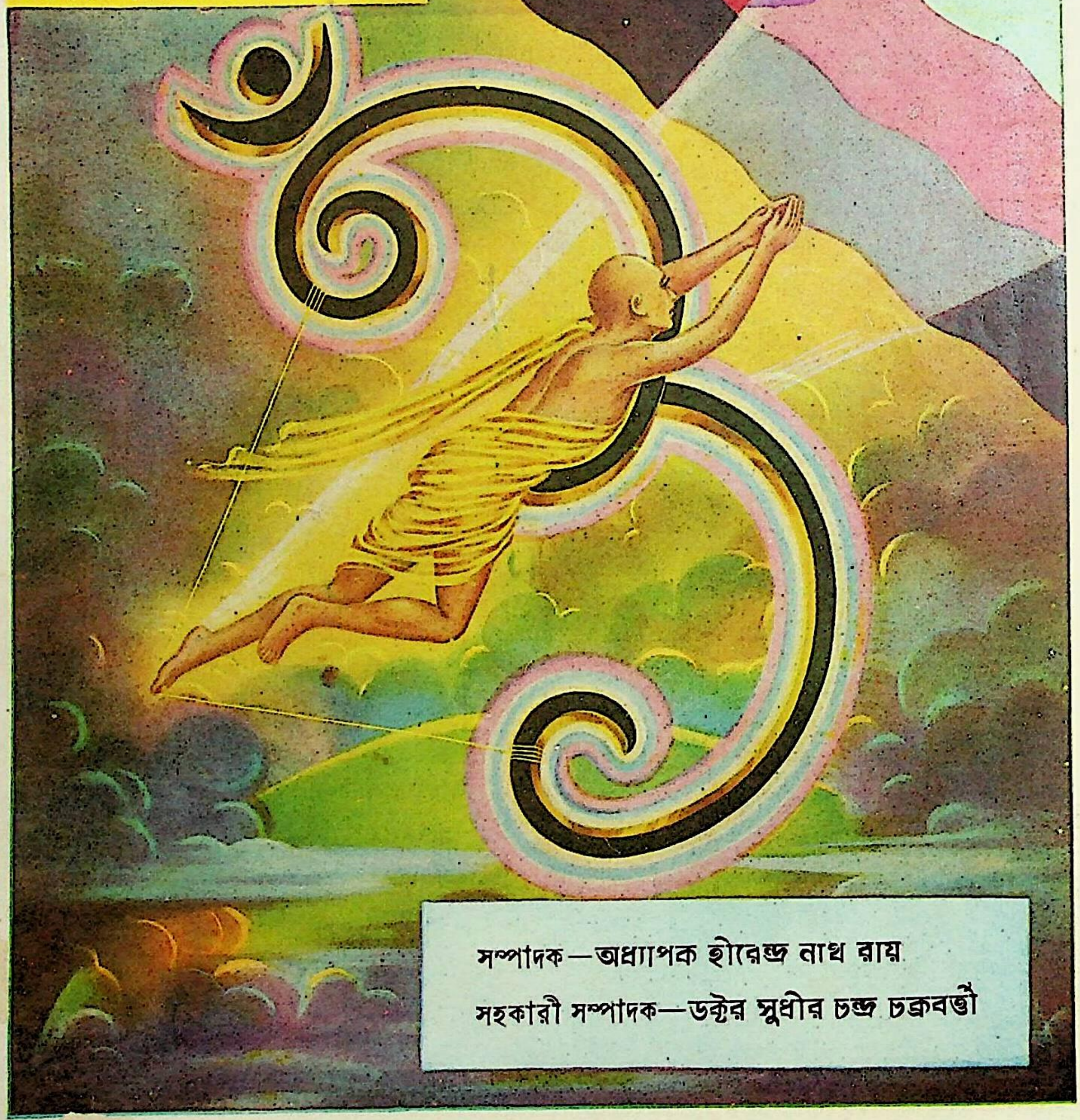

সম্পাদক—অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ রায়
সহকারী সম্পাদক—ডক্টর সুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্য-দর্শন

মহাসমাধি সংখ্যা—১৩৮৩

সূচীপত্র

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি		১৩৩
২।	অন্নপূর্ণা	শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্ম	১৩৫
৩।	কাশীপুরাধীশ্বরী	ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব	১৩৯
৪।	মা অন্নপূর্ণা দর্শন	শ্রীশ্রীবাবা	১৪৩
৫।	মহাতাপস শ্রীনরেন্দ্রনাথ	ডক্টর সুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৪৮
৬।	নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্	ডক্টর রমা চৌধুরী	১৫৯
৭।	তোমার আসন শূন্য আজি ?	শ্রীহীরেন্দ্র নাথ রায়	১৬৩
৮।	এইবার শুধু তোমাকেই চাই	ডক্টর রমা চৌধুরী	১৬৭
৯।	মহাসমাধি	শ্রীঅসিত	১৭২
১০।	ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मे पार्व्वति		१७७
১১।	नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम्	डक्टर रमा चौधुरी	१७९
১২।	मा अन्नपूर्णा दर्शन	श्रीश्रीबाबा	१८३

দিব্যদর্শন পত্রিকার নিয়মাবলী

১। দিব্যদর্শন দেবসঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত ধর্ম্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিমূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

২। দিব্যদর্শনের বর্ষ আরম্ভ হয় শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা সংখ্যা হইতে। পত্রিকার অন্যান্য প্রকাশকাল শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা ও শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা।

৩। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৫·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। দিব্যদর্শন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগের একমাত্র ঠিকানা :—কার্য্যাধ্যক্ষ, দিব্যদর্শন, পোঃ দেবসঙ্ঘ, দেওঘর (এস. পি.) বিহার।

৫। সকল প্রকার যোগাযোগের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট থাকা একান্ত আবশ্যকীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ : —শ্রীঅসিতবরণ মাহাতা

প্রকাশক :—শ্রীবরণকুমার রায় চৌধুরী, দেবসঙ্ঘ, পোঃ দেবসঙ্ঘ, দেওঘর (এস. পি.) বিহার।

মুদ্রক :—দিব্যদর্শন প্রেস, পোঃ দেবসঙ্ঘ দেওঘর (এস. পি.) বিহার হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তৎসৎ

দিব্যদর্শন

২৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র—১৩৮৩

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি

ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াম্‌
অন্নপ্রদাননিরতাং স্নেহভারনম্রাম্‌।
নৃত্যান্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্‌॥

যিনি রক্তবর্ণা ও বিচিত্রবসন-পরিধানা, যাঁহার চূড়ায় নবচন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, যিনি অন্নদানে নিরত ও স্নেহভারে অবনত, চন্দ্রশেখর মহাদেবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া যিনি আনন্দিত, সেই ভবদুঃখহারিণী ভগবতীকে ভজনা করি।

অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥

জগদম্বিকা অন্নপূর্ণাকে আমি প্রণাম করি। হে দীন দয়াময়ি! তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমাকে ভক্তি-অবনত হইতে দাও।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশ-পাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

তুমি নিত্যানন্দকারিণী, বর ও অভয়দায়িনী, সৌন্দর্য্যের আকর-স্বরূপা, জাগতিক যাবতীয় পাপ বিধৌত করিয়া তুমি জীবকে পবিত্র করিয়া থাক। তুমি সাক্ষাৎ মাহেশ্বরী, হিমালয় বংশের পবিত্রতাকারিণী কাশীপুরের অধিশ্বরী, তুমি কৃপাময়ী জননী অন্নপূর্ণা; তুমি আমাকে জ্ঞান বৈরাগ্য ভিক্ষা দাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মৈকনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥

তুমি যোগানন্দদায়িনী, শত্রুবিনাশিনী, ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাদায়িনী, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি ভাসমান তরঙ্গের ন্যায় তোমা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তুমি ত্রিভুবনপালিনী, সমস্ত ঐশ্বর্য্যদায়িনী ও মনোরথ-পূর্ণকারিণী, কাশীপুরের ঈশ্বরী কৃপাময়ী মাতা অন্নপূর্ণা, তুমি আমাকে জ্ঞান বৈরাগ্য ভিক্ষা দান কর।

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থ গোচরকরী ওঙ্কার-বীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥

তুমি কৈলাসগিরিগহ্বরবাসিনী, গৌরী, উমা, শঙ্করী, কৌমারী, বেদের অর্থ প্রকাশকারিণী, ওঙ্কার-বীজরূপিণী, মোক্ষদ্বারের কপাট উন্মোচনকারিণী, কাশীপুরের ঈশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা, তুমি আমাকে জ্ঞান বৈরাগ্য ভিক্ষা দান কর।

দৃশ্যাদৃশ্য-প্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞান-দীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশ-মনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥

তুমি সমস্ত দৃশ্যাদৃশ্য বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতে ধরিয়া রাখিয়াছ; তুমি বিশ্বলীলারূপ নাটকের অবসান ঘটাইয়া থাক, ভক্তের হৃদয়ে বিজ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুমি বিশ্বেশ্বরের চিত্তে তৃপ্তিদান করিয়া থাক। কাশীপুরের ঈশ্বরী কৃপাময়ী মাতা অন্নপূর্ণে, তুমি আমাকে জ্ঞান বৈরাগ্য ভিক্ষা দান কর।

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।

হে শঙ্করী অন্নপূর্ণেশ্বরী মা আমার! তোমাতে কখনও কোন কিছুর অভাব নাই বা থাকিতে পারে না, তাই জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং আত্মলাভরূপ-সিদ্ধিকামী আমি আজ ভিখারীরূপে তোমার দ্বারে সমাগত। হে পার্ব্বতি! তুমি আমাকে আত্মজ্ঞান ভিক্ষা দিয়া এই জ্বালাময় সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর, আমার জন্মজীবন সার্থক হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

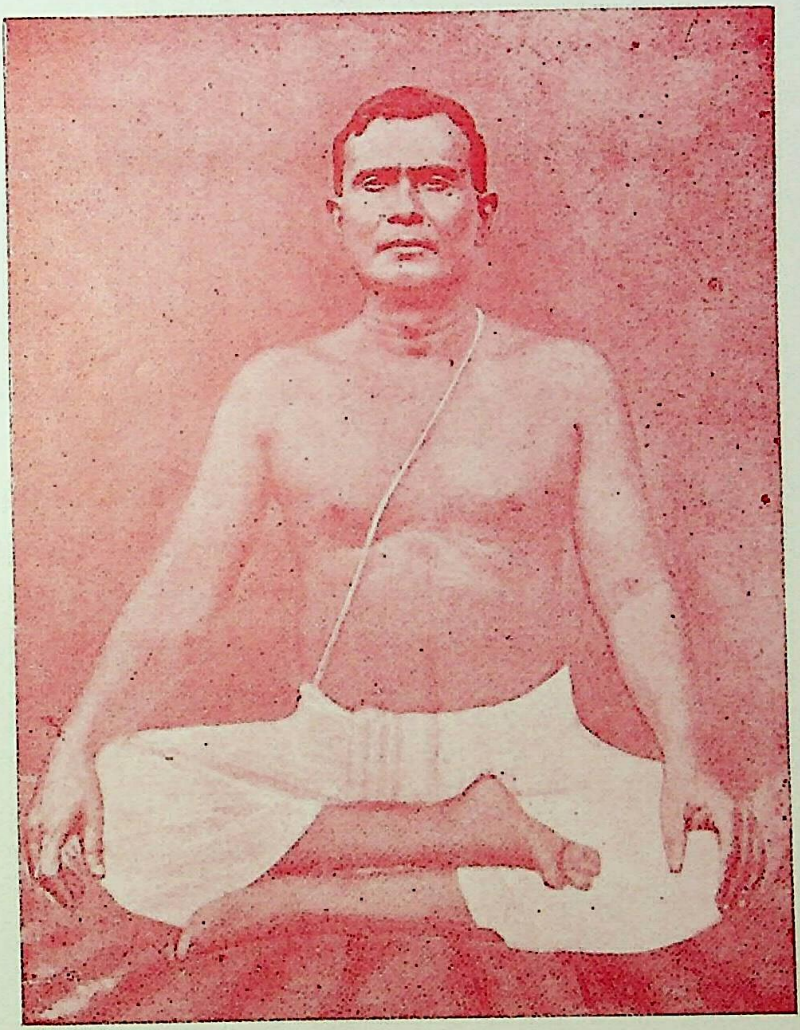

আচার্য্য শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নপূর্ণা

শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

একটা আকাশ-কাঁপান হাসি প্রাণটাকে ছ'চির ক'রে বেরিয়ে পড়ে, যখন মনে পড়ে যায়—মায়ের আমার আর একটি নাম অন্নপূর্ণা ! মা আমার অন্নপূর্ণা ! আমি অন্নহীন ! মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী, আমরা তাঁর পুত্র—ভিখারী ! মা পতিতপাবনী—পুত্র পতিত ! মা শক্তিময়ী—পুত্র শক্তিহীন ! মা পুণ্যানন্দের স্পর্শমণি—পুত্র পাপসংক্ষুব্ধ, ত্রিতাপদগ্ধ, পাতকী—অস্পৃশ্য ! মা হিমগিরিশেখরশোভা স্নিগ্ধ নির্ঝর—পুত্র তপ্ত মরুশায়ী, তৃষাতুর ! একটা সর্ব্বস্বহারানোর উন্মাদ হাসি—ঠিক তোমার সর্ব্বস্বগ্রাসিনী করালিনী কালীমূর্ত্তির অট্টহাস্যের মত. অথবা কতকটা সেই রকমের একটা হাসিছাড়া আর যে কিছু আসে না মা, যখন তোমার ও আমার মাঝে এ বিসদৃশ ব্যবধান প্রত্যক্ষ করি। তুমি অন্নপূর্ণা—তোমার পুত্রের দীনতা কেন ? তোমায় দেখলে দীনতা থাকে না, তোমায় না দেখাই দীনতার কারণ—ঋষিরা এ কথা সত্যের ঝঙ্কারে ঘোষণা করেছেন সত্য. কিন্তু কেমন করে দেখব তোমায় আমরা—প্রভাত যাদের কুজ্ঝটিকাময়, মধ্যাহ্ন যাদের দাহনজর্জ্জর, সন্ধ্যা যাদের অবসাদচ্ছন্ন, নিশায় যারা তমোমূঢ় ! কেমন করে দেখবে তারা. যাদের নয়নতারা জ্যোতিঃহীন, প্রজ্ঞানেত্র যাদের মিথ্যাবৃত। মিথ্যাদর্শনে মৃত্যুদর্শনে রোরুদ্যমান রক্তঝরা চোখে. শোচনশীল শূদ্রের চোখে কেমন করে তারা দেখবে সত্য জীবন তোমায় ? শিবের মত ভিখারী না পেলে যে তুমি স্বর্ণ-মন্দিরের দ্বার খোল না ! ব্রাহ্মণের চক্ষু না খুললে তুমি যে হৈমবতী হয়ে আস না ! শূন্য ঝুলিতে ভিক্ষা তুমিও দাও না—এক মুঠা অন্ন ঝুলিতে না থাকিলে তুমিও বিমুখ হও অন্নপূর্ণা !

ঋষি বলেন,—ভিক্ষা পাবার উপযুক্ততা তোমার ঝুলির আছে ; মুষ্টিমেয় অন্ন আছে. তোমার ঝুলিতে চেয়ে দেখ। তুমি নাকি বিশ্ব রচনা করে তিনটি অন্ন আপনার জন্য কল্পনা করেছিলে—মন, বাক্ ও প্রাণ। ইহার মধ্যে দুটি দিয়াছিলে প্রসাদ করে দেবতাদিগকে, আর একটি দিয়েছ প্রাণীদের। দেবতাদের দিয়াছিলে মন ও বাক্, আর আমাদিগকে দিয়েছ প্রাণ—তাই আমরা প্রাণী। প্রাণনক্রিয়া দ্বারা আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, প্রাণই আমাদের অন্ন।

তুমি তিনটি অন্নেরই ভোক্তা। 'অয়মাত্মা বাঙ্‌ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ।' দেবতাদের দিয়েছিলে বাক্য ও মন। দেবতাদের ক্ষুধা মেটে নাই ; তারা আব্দার করলে—তিনটিই চাই। আর আমরা বোধ হয় আব্দার করতে না পারলেও শিশুর মত তোমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই তুমি ব্যবস্থা করলে, প্রাণীরা দেবতাদের প্রাণ দেবে, আর দেবতারা তার বিনিময়ে আমাদের দেবে বাক্ ও মন। পরস্পর এইরূপে পরস্পরের ভাবনা ভাববে, পরস্পর পরস্পরের শ্রেয়অন্বেষী হবে।

ব্যবস্থা করেছিলে ভাল। কিন্তু আমাদের প্রাণটুকু আমরা দেবতাদের দিতে আর চাহি না। তাই দেবতারাও আমাদের আর বাক্ ও মন দেন না। দেবতারা তাই আজ প্রাণহীন প্রায়—আর আমাদের যা বাক্য ও মন আছে, তা মিথ্যায় ভরা মিথ্যা। আমরা বলি মিথ্যা, ভাবি মিথ্যা, আর সেই মিথ্যার পেষণে প্রাণ-অন্নটুকুও মিথ্যার বিষে মাখান।

হায় সেই সত্যের যুগ! যখন আমরা দেবতাদের না দিয়ে প্রাণ ভোগ করতুম না, যখন আকাশকে দেখতুম দেবতা, সূর্য্যকে দেখতুম দেবতা, চন্দ্রকে দেখতুম দেবতা; বায়ুকে, অগ্নিকে, জলকে, পৃথিবীকে, সমস্তকে বাঙ্‌ময় মনোময় দেবতা ব'লে দেখতুম, জানতুম, প্রাণ দিতুম; নাম ও রূপাত্মক বাহ্যকে নাম বা বাঙ্‌ময় ও রূপ বা মনোময় দেবতা ব'লে প্রাণ দিয়ে বা যজ্ঞরূপ প্রাণময় ক্রিয়া দিয়ে তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতুম্, আর বিনিময়ে কল্যাণআশীষ লাভ করে হতুম্ সত্য-বাক্, সত্যসঙ্কল্প, সত্যদর্শী, ব্রাহ্মণ। বাক্ ও মন, ইহারই অন্য নাম 'নাম ও রূপ,' আর প্রাণই যজ্ঞ বা কর্ম্ম। বাহ্য যজ্ঞ প্রাণ-যজ্ঞেরই বাহ্য বিকাশ। তাই তখন প্রাণ আমাদের থাকত সত্যের দ্বারা আবৃত। নামরূপকে সত্য বলেই ঋষি বলতেন, আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করতুম। প্রাণ হত আমাদের অমৃত—থাকৃত সত্যের আধারে, সত্যের দ্বারা আবৃত হয়ে।

তদেতৎ ত্রয়ং সদেকময়মাত্মা একঃ সন্নেতৎ ত্রয়ং,
তদেতৎ অমৃতং সত্যেন ছন্নম্। প্রাণো বা অমৃতং,
নামরূপে সত্যং, তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।

তখনই আত্মস্বরূপিণী তোমায় চিন্ময়ী, মনোময়ী বাঙ্‌ময়ী প্রাণময়ী অন্নপূর্ণারূপে যথার্থ দর্শন করতুম্। তোমাকেই চিনতুম তিন রূপে—ব্রহ্মরূপে, দেবীরূপে, আত্মরূপে।

আর আজ নাম ও রূপকে মিথ্যা বলতে শিখেছি। কর্ম্ম মিথ্যা, বাক্ মিথ্যা, মন মিথ্যা —মিথ্যায় আজ প্রাণটা প্রচ্ছন্ন। যা করি, তা মিথ্যা, যা দেখি, যা শুনি, যা ভাবি, যা অনুভব করি, সব মিথ্যা—মিথ্যা কুহেলি। তোমাকে দেখবার পূর্ব্বেই যারা ভাবে—তোমায় দেখেছে, যারা বাচাল তর্কে মনে করে, তোমায় চিনে নিয়েছে, যারা প্রাণরূপ অন্ন বাঙ্‌ময় ও মনোময় দেবতাদের না দিয়ে, বাক্ ও মনকে বা নাম ও রূপকে মিথ্যা করে দিয়েছে, অথচ সেই মৃত বাক্য ও মনের সাহায্যেই তোমার প্রতিষ্ঠানবেদি আবিষ্কার করতে প্রয়াস পায়, তারাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.........
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

ক্রমে ক্রমে কুহেলি জমাট ক'রে তোমার সন্তানদের চক্ষু আচ্ছন্ন করেছে—অন্ন বিষময় করেছে। তারা বিষ ভক্ষণ করেছে, আত্মহনন করেছে—আর তোমার ও আমার মিলনের মূর্ত্ত সুখাসন, যাহা তোমার দেবমূর্ত্তি—বাঙ্‌ময়ী, মনোময়ী, ব্যবহারময়ী মূর্ত্তি, তাহা ভেঙ্গে চূর্ণ করেছে। আজ তোমার পতিত সন্তানরা 'ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা ; আত্মাই আছেন, আর সব মরীচিকা'—এই রকম আবৃত্তি করে এমন একটি সুবর্ণের প্রস্তরাধার নির্ম্মাণ করে, যাতে সুবর্ণও পাওয়া যায় না, প্রস্তরও দুর্লভ, সুতরাং বাঙ্‌মাত্র।

তাই ওগো ঋষি ! আমার অন্ন আছে সত্য, কিন্তু সে যে বিষময়, সে যে প্রাণহীন প্রাণ সে ত অন্ন বলে গ্রহণ করা যায় না ! ঝুলিতে মুষ্টিমেয় অন্নের বদলে ভস্ম নিয়ে গেলে কি ভিক্ষা মিলবে গুরো !

ঋষি বল্লেন,--তোমার ঝুলি, তোমার অন্তর ঝুলি মহিমময়। অন্তরের ঝুলিতে যাকে যা বলবে, সে তাই হয়ে যাবে ; ছাই সোনা হবে, বিষ অমৃত হবে, মৃত জীবিত হবে, মিথ্যা সত্য হবে, শত্রু মিত্র হবে, পর আপন হবে—শুধু যদি তুমি বল—সেই ঝুলির ভিতর নিয়ে গিয়ে যদি বল। তুমি সেইখানে মিথ্যা বলেছ বলেই প্রাণ মিথ্যায় ভরে গিয়েছে, বিষ ব'লে দর্শন করেছ বলেই প্রাণ, মন, বাক্য বা নাম, রূপ, কর্ম্ম বিষ হয়েছে। সত্য বল, সত্য হয়ে উঠবে ; অমৃত বল, অমৃতে প্রাণ পূর্ণ হবে। এ অন্তরই তোমার সত্য ব্রহ্মপুর—"যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চনাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্।" ও আমার ভিক্ষার ঝুলি অন্তর ! ওরে আমার অন্তর্যামিনীর শয়নঘর ! ওরে আমার কৃষ্ণমিলনের কেলিকুঞ্জ ! ওরে আমার শবসাধনার মহাশ্মশান ! ও আমার পরশমণির গুপ্ত গৃহ ! তুমি এমন ? আর এই এমন তোমাকে আমি শুধু না জেনে ছাই ভস্মে পূর্ণ করে রেখেছি ! অন্নপূর্ণার পুত্র হয়েও তাই অন্নহীন।

সহস্র সহস্র প্রণাম তোমাদের চরণপ্রান্তে ঋষিবৃন্দ ! সহস্র সহস্র সাবেগ লুণ্ঠন সেই ধূলিতে—যে ধূলিতে তোমরা পদক্ষেপ করেছ ! কি দেখালে—কি দেখালে ঋষি ! আমার অন্তরের যত ধূলির উপর শুধু অন্তর্যামিনীর পদচিহ্ন, আমার প্রাণের গায়ে যত ধূলি, এ যে প্রাণময়ীর পদধূলি, আমার তপ্ত ললাটের যত চিন্তা, এ যে মায়ের চুম্বন-পরশ, আমার মূঢ়তার বিষ অন্ন সঞ্জীবতার স্তনধারা তোমারই—মা—তোমারই, ওগো ভিখারীর অন্নপূর্ণা !

চিনেছি মা, তোমায় চিনেছি ! আমার আকাশ তুমি, আমার বায়ু তুমি, আমার অগ্নি তুমি, আমার জল তুমি, আমার ভূমি তুমি, আমার বাক্ তুমি, আমার মন তুমি, আমার প্রাণ তুমি। আমার নাম রূপ কর্ম্ম—নাম-রূপ-কর্ম্মাত্মক আমার এ বিশ্ববোধ তুমি মা, তুমি অন্নপূর্ণা !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম অন্ন—রূপ অন্ন—কর্ম্ম অন্ন—তুমি এ অন্নের ভোক্তা, তুমি এ অন্নের দাতা, তুমি এ অন্ন রূপিণী অন্নপূর্ণেশ্বরী অন্নদা। আমার ভিক্ষার ঝুলি তোমার অন্নে পূর্ণ। আমার বাহ্য জগৎ—এ তোমারই অন্ন, তুমি; আমার অন্তর্জগৎ—এ তোমারই অন্ন. তুমি; আমার আমি, এ তোমারই অন্ন, তুমি। আমার ঝুলিতে অন্ন আছে মা—আছে, শূন্যাধার নয় মা, তুমি ভিক্ষা দাও।

আমার সকল ব্যর্থতার ব্যথা—আমার সকল দীনতার দলন—আমার সকল মোহের মূঢ়তা—আমার সকল ছিন্ন আশার ধূলিলুণ্ঠন—আমার বিদ্ধ মর্ম্মের আর্ত্তনাদ—আমার সুপ্ত শোকের তপ্ত অশ্রু আজ তোমার পূজায় পুষ্পসম্ভার হয়েছে! আমার প্রতি বেদনায় তোমার স্নেহাশ্রুর পরশ অনুভব করেছি। আমি ব্যর্থ নই, দীন নই, কাঙ্গাল নই, ব্যথিত নই, শোকগ্রস্থ শূদ্র নই। আমি তোমার পুত্র, আমি শিবশিষ্য শিব—আমি আর কারও ধনের ভিখারী নই, তোমার ধনের ভিখারী, তোমার ভিখারী। এস তুমি আমার অন্তরে। আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত, মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত; দেবত্বে তাদের বরণ ক'রে এক করছি আমার বাক্য মন—তুমি আমার অন্তরে এস। তুমি দিতে এস, তুমি নিতে এস, তুমি দেখতে এস, দেখা দিতে এস, তুমি দ্বৈতে এস—অদ্বৈতে এস, আমার মুক্ত অন্তরে তুমি এস। আমার প্রাণে এস, আমার মনে এস. আমার বাক্যে এস. আমার ভাবে এস, আমার ভবে এস, আমার বিশ্বে এস, আমার বিশ্বাসে এস, আমার অবিশ্বাসে এস, আমার গমনে এস. আমার স্থৈর্য্যে এস আমার সগুণে এস, আমার নির্গুনে এস। এস—এস আমার অন্তরের ধন, অন্তঃশায়িনী অন্তর্যামিনী অন্নপূর্ণে! এস আমার নামে রূপে কর্ম্মে।

ওঁ জানতাজানতা বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।
তব কৃত্যমিদং সর্ব্বমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে।।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

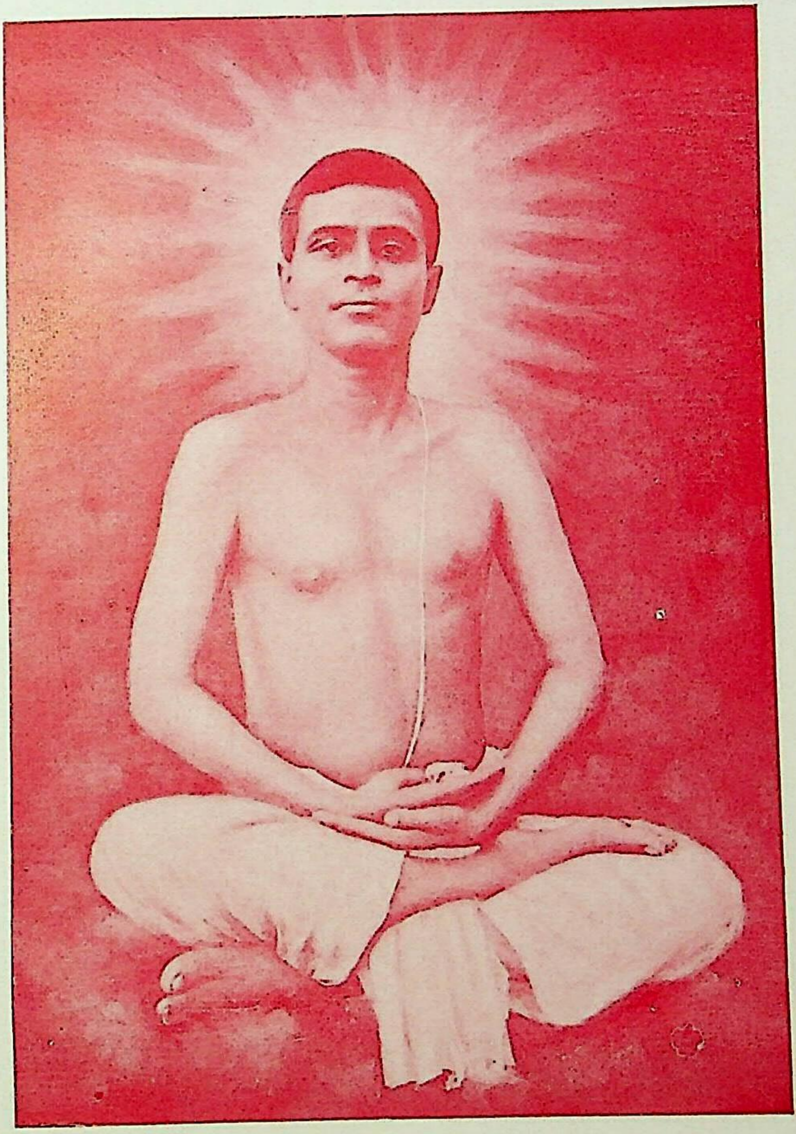

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীপুরাধীশ্বরী

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

পুরাতন পরিসমাপ্ত। নবীনবর্ষ সমাগতপ্রায়। মধু মাস—নাতিশীতোষ্ণ বাসন্তী শোভায় প্রকৃতিসুন্দরী সুসজ্জিতা। দেশবাসীর আগামী সম্বৎসরব্যাপী জীবনযাত্রার প্রধান উপকরণ শস্য সম্ভারে কৃষিবস-পল্লী গৌরবান্বিতা। অন্তরে প্রশান্ততা বাহিরে চারুতা। এমনি সময়ে পুণ্যদিনে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অমৃতের সন্তান তোমরা মধুময়ী মায়ের সন্ধান করিতেছ? যাঁহার একটু ইঙ্গিতে অন্তর্বাহ্য উভয় প্রকৃতির এই নবীন বেশ এই অপূর্ব্ব সুষমা, তাঁহার—সেই নিত্যানন্দকরী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী অন্নপূর্ণেশ্বরী মায়ের—সন্ধান করিতেছ? কোথায়, কোন দূর দূরান্তরে মাতৃ-অন্বেষণে ধাবিত হইবে বৎস! দাঁড়াও মাতৃহারা সন্তান! এবার দাঁড়াও, স্থির হও, দেখ—আমি তোমাদের একান্ত সন্নিহিতা মা। দূরে নয় নিকটে, অতি নিকটে। দেখ—আমি কাশীপুরাধীশ্বরী, অন্নপূর্ণা মা তোমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছি। বিজ্ঞানময় গুরুদত্ত দিব্যচক্ষুঃ লইয়া একবার কাশীপুরে প্রবেশ কর। যেখানে আছ, যে অবস্থায় আছ, সেইখানে সেই অবস্থায় থাকিয়াই একবার আমাকে—তোমাদের কাশীপুরাধীশ্বরী মাকে—অন্নপূর্ণাকে দেখিতে উদ্যত হও; তোমাদের আশা পূর্ণ হইবে। তোমাদের চিরবাঞ্ছিত আমাকে পাইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিতে পারিবে।

"কাশীক্ষেত্রং শরীরম্"; এই শরীরেরই অন্য নাম কাশীক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশরূপিণী আনন্দময়ী চিতিশক্তির বিকাশ. তাহারই নাম কাশীক্ষেত্র। 'কাশ্যাং হি কাশতে কাশী, কাশী সর্ব্বপ্রকাশিনী। সা কাশী বিদিতা যেন, তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা॥' সর্ব্বপ্রকাশিনী কাশী যে পুরে অবস্থান করেন, তাহাই কাশীপুর। 'আমি'—তোমাদের মা—অন্নপূর্ণা এই কাশীপুরাধীশ্বরীরূপে—সর্ব্বজীব শরীরাধিষ্ঠাত্রীরূপে—নিত্য বিরাজমান রহিয়াছি। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে শরীর তিনটি; সুতরাং আমারও তিন স্থানে ত্রিবিধ প্রকাশই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তুমি যখন যে পুরে যেরূপ চক্ষুর্দ্বারা আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিবে, ত্রিপুরেশ্বরী অন্নপূর্ণা মা আমি তখন সেই পুরে সেইরূপেই তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হই।

প্রথমতঃ স্থূলরূপেই আমাকে দেখিতে চেষ্টা কর। এই স্থূল শরীর বা প্রথম পূরের নাম অন্নময় কোষ। নাম ও রূপ নিয়া যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা এই পুরের অন্তর্গত। অন্নের বিকার হইতে—শুক্র শোনিতাদি হইতে এই পুর পরিনির্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নময় পুর। দেখ সন্তান! এই পুরে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে আমি নিত্যই বিরাজিত। 'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্' আমি অন্ন—আমি অন্ন- আমিই অন্ন। অন্নরূপে—আহার্য্যরূপে আমিই। যে অন্ন দ্বারা তোমাদের এই অন্নময় পুর পরিপুষ্ট হয়, ঐ অন্ন আমারই স্থূল রূপ। কেবল বর্ত্তমান শরীর নহে, অনাদিকাল হইতে অনাদি জন্ম ধরিয়া আমি এই অন্নরূপে—অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে তোমাদের পোষণ করিতেছি। এইখান হইতে—এই স্থূল অন্ন হইতেই তোমরা আমার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিতে আরম্ভ কর। যাহা কিছু স্থূলরূপে তোমাদের দৃষ্টি পথে আপতিত হয়, তাহাই অন্ন—তাহাই আমি। অন্ন দ্বারাই আমি পরিপূর্ণ, অথবা অন্নরূপেও আমিই পূর্ণরূপে বিরাজিত; তাই আমার নাম অন্নপূর্ণা। ঐ যে 'রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং' রূপে আমার স্থূল মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছ, ঐ রূপ ধ্যানে তন্ময়তা আসিলেই তোমাদের দিব্য-চক্ষুঃ উন্মেষিত হইয়া উঠিবে; তখন দেখিতে পাইবে—এই বিশ্ব অন্নময়, অথবা অন্নপূর্ণারই এই বিশ্ব সাজ! অবিচল শ্রদ্ধা প্রাক্তন সুকৃতি, শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপা প্রভাবে যখন এই দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে, তখনই পূর্ব্বোক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতি কথিত 'অহমন্নম্' মন্ত্রের রহস্য তোমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, অন্নপূর্ণার স্থূলরূপ দর্শনে সমর্থ হইবে। তখনই তোমাদের কাশীপুরাধীশ্বরীর দর্শন বা পূজা সার্থক হইবে।

স্নেহের সন্তান! অতঃপর দ্বিতীয় পুরে—সূক্ষ্মস্তরে প্রবেশ কর; এখানে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় নামক তিনটি স্তর আছে। উহাও কাশীপুর নামেই অভিহিত হয়। ঐ তিনটি স্তরেরও আমিই অধীশ্বরী। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান নামক পঞ্চ প্রাণশক্তির যাহা অন্ন, যাহা পরিপুষ্টি বিধান, তাহাও আমার দ্বারাই পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দেখ—তোমাদের স্থূল শরীরে প্রতিমুহূর্ত্তে যে ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, ঐ ক্রিয়াশক্তির অনুষ্ঠান ধারণ পোষণ পরিচালন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার আমা কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হয়। বাহ্যোদ্ভব বোধের ধারণ, অকর্ম্মণ্য অংশের নিঃসারণ, রস রক্তাদির সঞ্চালন, শারীর ধাতুগত বোধের বিধারণ এবং ভুক্ত অন্নাদির সমনয়ন প্রভৃতি যাবতীয় শারীরিক ব্যাপার আমা হইতেই সম্পন্ন হয়, তাই এই প্রাণময় কোষের অন্নদায়িনীও আমি তোমার কাশীপুরাধীশ্বরী অন্নপূর্ণা মা।

তারপর মনোময়পুরে প্রবেশ কর—সেখানেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা রূপরসাদি বিষয়-সমূহের আহরণ এবং কামনা কল্পনা বিচিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় মানস ব্যাপারও আমা কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। ত্যাগ গ্রহণ, সাধু অসাধু, হর্ষ শোক, শীত উষ্ণ, স্বাস্থ্য ব্যাধি প্রভৃতি দ্বন্দ্বরূপ অন্ন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভার লইয়া প্রতিনিয়ত তোমাদের ঐ মনোময় শরীরের পুষ্টি বিধান করিতেছি। এই যে বাসন্তী প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্যরত্নাকরী অন্নপূর্ণার সন্ধানে উদ্যত হইয়াছ, তাহাও আমারই অন্নদান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বৎস! এই সত্য যদি প্রাণপণ প্রযত্নে অনুভব করিতে পার, তবে তোমাদের অহঙ্কারের উন্নত শির কৃতজ্ঞতার গুরুভারে নিশ্চয়ই অবনত হইয়া পড়িবে।

তারপর বিজ্ঞানময়পুর। এখানে প্রবেশ করিলে আমার কাশীপুরাধীশ্বরী নামের সার্থকতা বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে। এইখানেই সর্ব্বপ্রকাশিনী কাশীর অপূর্ব্ব লীলাবিলাস পরিলক্ষিত হয়। আমি এক হইয়াও কি প্রকারে বহু ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া এই অনুপম বিশ্বলীলা সম্পাদন করি, আমি অন্ন হইয়াও কি প্রকারে 'অন্নাদ' রূপে—অন্নের ভোক্তা রূপে—আত্মপ্রকাশ করি, প্রিয়তম জীবসন্তানগণকে কি প্রকারে দিনের পর দিন স্বপ্রকাশস্বরূপিণী চিতিশক্তির দিকে আকর্ষণ করি, তাহা—সকল রহস্যই এই ক্ষেত্র হইতে অতি সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এখানে আসিলে ওগো আমার প্রিয়তম সন্তান! তোমরাও সামবিদ্ ঋষির উদাত্ত সুরে দীর্ঘপ্লুত সুর মিলাইয়া নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিবে 'অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ।' আমি অন্নাদ—আমি অন্নাদ—আমিই অন্নাদ। তোমাদের সেই মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত সামগান আমাকে এত বিহ্বল করে যে, সে অবস্থায় আমার হিরন্ময় সিংহাসন পর্য্যন্ত তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হই না। কেবল ইহাই নহে, এখানে—এই বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে কাশীপুরে আরও দেখিতে পাইবে—রজতশুভ্র কলেবর মহেশ্বর গুরুদেব 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' বলিয়া আমারই দ্বারে 'ধী' ভিক্ষা করিতে-ছেন। তাঁহার নিজের জন্য নহে, অগণিত জীব সন্তানগণের ধী উন্মেষিত করিবার জন্যই তাঁহার এই কৃতাঞ্জলিপুটে ধী ভিক্ষা। আর আমিও এখানে বিজ্ঞান দীপাঙ্কুরী অন্নপূর্ণেশ্বরী মূর্ত্তিতে হিরন্ময় দর্ব্বী হস্তে বিজ্ঞানামৃত পরিবেশন করিয়া নিত্য-পূর্ণ মহেশ্বরের ভিক্ষার ঝুলি পরিপূর্ণ করিয়া দেই! ওগো! সে দৃশ্য—কাশীপুরের সে অপূর্ব্ব অমৃত বিতরণ—যদি একবারমাত্র তোমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তবে তোমরাও প্রত্যেকেই মহেশ্বর হইয়া উঠিবে; অমৃতধনের অধিকারী হইয়া অমরত্ব লাভ করিবে। এস বৎস, এস সন্তান এস মাতৃহারা শিশু মা মা বলিয়া বীরের মত অগ্রসর হও, আর শিশুর মত কাঁদ। কাঁদ আর বল—'ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরি মাতান্নপূর্ণেশ্বরী!'

এইরূপ কেবল মাতৃ-করুণার প্রতি নির্ভর করিয়া অতঃপর ধীরে সন্তর্পণে আনন্দময়পুরে অগ্রসর হও। এই ক্ষেত্র অব্যক্ত। পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের যাহা কারণ, যাহা অব্যয় বীজ, তাহাই আনন্দময় কোষ নামে কথিত হয়। এই ক্ষেত্রে যাবতীয় দ্বৈত প্রতীতির অবসান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, অদ্বয় সত্তার আভাস মাত্র নিয়া জীব এখানে 'স্বমপীতো ভবতি' সুপ্ত হইয়া পড়ে। এখানে জীব আনন্দভুক্ হয়। দ্বৈতভাবের চঞ্চলতারূপ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হইয়া যায়। দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় এই ক্ষেত্রকে অজ্ঞান বল ক্ষতি নাই, অবিদ্যা বল ক্ষতি নাই, শক্তি বল ক্ষতি নাই, মায়া বলিলেও ক্ষতি নাই, এখানে আসিয়াও দেখিতে পাইবে—আমারই সত্তা ও প্রকাশ রূপ অন্নদ্বারা—আহার্য্য দ্বারা ইহা সম্যক্ পরিপুষ্ট হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমি তোমাদের অন্নপূর্ণা মা, আমি তোমাদের কাশীপুরাধীশ্বরী মা, নিয়ত অনলস ভাবেই অন্ন দান করিতেছি। এইরূপে তিনপুরে বা পঞ্চকোষে আমি তোমাদের এক মাত্র অন্নদায়িনী মা। আমিই অন্নরূপে ভোগ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাদের এই বড় সাধের খেলাঘরগুলির যথাযোগ্য পরিপুষ্টি বিধান করিতেছি! দর্শন শাস্ত্রে তোমরা অধ্যয়ন করিয়াছ—সংহত বস্তু মাত্রে পরার্থ হইয়া থাকে। যাহা দুই বা ততোঽধিক বস্তুর সম্মিলনে সংঘটিত হয়, তাহা অপরের ভোগ্য অর্থাৎ অন্নরূপেই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এই বিশ্ব—সংহত বস্তু; সুতরাং ইহারই নাম অন্ন বা ভোগ্য। পূর্ণস্বরূপা আমি এই অন্নরূপে আত্মপ্রাশ করিয়া অন্ন ও অন্নাদ হইয়া অপূর্ব্ব বিশ্বলীলা সম্পাদন করিয়া থাকি। ইহাই আমার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি। যদি সত্য সত্যই তোমরা আমাকে দেখিতে চাও-আমার এই অপূর্ব্ব জ্ঞানামৃতলাভে ধন্য হইতে চাও, তবে সর্ব্বপ্রকার কুটিলতার পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নগ্নশিশুর মত আকুল আগ্রহে অথচ শান্তভাবে মা মা বলিয়া ডাক। হওনা কেন মোহে অভিভূত, হওনা কেন পাপে কলঙ্কিত, হওনা অজ্ঞান অন্ধ তথাপি তুমি সর্ব্বদা স্নেহ-স্তন্যদায়িনী অন্নপূর্ণা মায়ের কোলেই অবস্থান করিতেছ। এমন কোনও প্রতিকূল অবস্থা আসিতে পারে না, যাহাতে তোমাকে মাতৃঅঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। এই বিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখ আর শুধু দেখ—তোমার অন্তর বাহির পরিপূর্ণ করিয়া কাশীপুরাধীশ্বরী অন্নপূর্ণাই বিরাজ করিতেছেন। লও পত্র পুষ্প ফল জল, যাহা তোমার সামর্থ্যে কুলায়, তাহাই কৃতাঞ্জলিপুটে লইয়া সত্যের ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া বল—

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি ॥

দাও পুষ্পাঞ্জলি তাঁর চরণে। যেখানে যেরূপভাবেই হউক না কেন, উহা তোমার মাতৃচরণেই অর্পিত হইবে। ওরে, আমি ছাড়া আর যে কোথাও কিছু নাই সুতরাং আর কাহারও তোমাদের শ্রদ্ধাদত্ত আহুতি গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। প্রথমে অন্নময় কোষে আমার পূজা কর। তারপর ক্রমে প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষে পূজা করিতে করিতে পঞ্চকোষাতীতা অথচ পঞ্চকোষ প্রাবৃতা মাকে দেখিবার জন্য নির্নিমেষ দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা কর। যদি বিজ্ঞানময় গুরুর অহৈতুক কৃপা অনুভব করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই তুমি মাতৃস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ লাভে কৃতকৃত্য হইবে, তখন, তুমিও সিদ্ধ সাধকগণের ন্যায় অভিন্নকণ্ঠে গাহিতে পারিবে—

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা অন্নপূর্ণা দর্শন

শ্রীশ্রীবাবা

দেখা বহু প্রকারের হয়। চোখ দিয়া দেখা, মন দিয়া দেখা ও হৃদয় দিয়া দেখা। চোখ ও মন দিয়া অনেক লোকই দেখিয়া থাকে; কিন্তু হৃদয় দিয়া দেখিবার লোক বিরল।

একই গঙ্গানদীকে তোমরা বিভিন্নভাবে দেখিয়া থাক—কেহ বা দেখ গঙ্গা একটি নদী, তাহার জল থাকে অধিকাংশ সময়েই ঘোলা—অপরিষ্কার। জল অপরিষ্কার হইলেও তাহাতে ষ্টীমার ও নৌকা চালাইয়া বাণিজ্য করিবার সুবিধা আছে। ইহার ঘোলা জলে স্নান করিলে কাপড় ময়লা হয়, ঘোলা জল পান করিলে অসুখ হয়। কেহ বা দেখ গঙ্গা 'সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যঃ দুঃখবিনাশিনী' এই গঙ্গা জলে স্নান করিলে বা গঙ্গাকে স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হইবে জীবনের শত দুঃখ ও পাপ। পরিণামে পাইবে সুখ ও মোক্ষ। তাই গঙ্গাস্নানের লালসায় প্রতিদিন ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট তিথিতে লক্ষ লক্ষ লোক দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিতেছে এই সুখদা ও মোক্ষদা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইবার জন্য। আবার কেহ কেহ বা দেখ—'গঙ্গা যমুনা বিগলিত করুণা।' প্রেমময় ভগবানই করুণায় বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন গঙ্গা ও যমুনা নাম ধারণ করিয়া। গঙ্গা ও যমুনা ভগবানেরই স্নেহ বিগলিত বাস্তব মূর্ত্তি। তিনি অরূপ হইতে রূপে, ভাবাতীত হইতে ভাবে করুণার প্রস্রবণ রূপে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। এ সাধারণ জল মাত্র নহে, প্রেমময় ভগবানেরই করুণারসমূর্ত্তি। একই গঙ্গাকে তোমারা বিভিন্ন জন এইরূপে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া স্ব স্ব বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতেছ। কেহ বা বাণিজ্য করিয়া অর্থবান হইতেছ, কেহ বা অন্তর রাজ্যে এক দিব্য চেতনার সন্ধান পাইতেছ। যে ঘোলা জল দেখিয়া তাহাতে বাণিজ্যের নৌকা চালাইতেছে তাহাকেও গঙ্গা বলে না—'তুমি আমাকে শুধু সামান্য নদীরূপে দেখিতেছ, আমি তোমাকে আমার বুকের উপর দিয়া নৌকা চালাইতে দিব না।' আবার যে সাধক অন্তররাজ্যে দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে সুখদা ও মোক্ষদা রূপে দেখিতেছেন তাহার অন্তরকে তিনি পবিত্রতায় ও প্রেমে অভিসিঞ্চিত করিতেছেন। দৈহিক পিপাসায় তিনি সুমিষ্ট পানীয়, অন্তরের পিপাসায় তিনি শান্তিপ্রদায়িনী করুণার প্রস্রবণ। আবার দিব্য ভাবাপন্ন সাধকের নিকট বিগলিত করুণারসমূর্ত্তি। সাধক দেখেন, জল শুধু জল মাত্র নহে, চিন্ময়ীর এক স্থূল অভিব্যক্তি এই জল। তাই তিনি যুক্ত করে বলেন—'আপোশুদ্ধন্তু মৈনসঃ, উশতীরিব মাতরঃ।' স্নেহশীলা জননীর ন্যায় তুমি আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, অদ্বয় সত্তার আভাস মাত্র নিয়া জীব এখানে 'স্বমপীতো ভবতি' সুপ্ত হইয়া পড়ে। এখানে জীব আনন্দভুক্ হয়। দ্বৈতভাবের চঞ্চলতারূপ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হইয়া যায়। দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় এই ক্ষেত্রকে অজ্ঞান বল ক্ষতি নাই, অবিদ্যা বল ক্ষতি নাই, শক্তি বল ক্ষতি নাই, মায়া বলিলেও ক্ষতি নাই, এখানে আসিয়াও দেখিতে পাইবে—আমারই সত্তা ও প্রকাশ রূপ অন্নদ্বারা—আহার্য্য দ্বারা ইহা সম্যক্ পরিপুষ্ট হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমি তোমাদের অন্নপূর্ণা মা, আমি তোমাদের কাশীপুরাধীশ্বরী মা, নিয়ত অনলস ভাবেই অন্ন দান করিতেছি। এইরূপে তিনপুরে বা পঞ্চকোষে আমি তোমাদের এক মাত্র অন্নদায়িনী মা। আমিই অন্নরূপে ভোগ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাদের এই বড় সাধের খেলাঘরগুলির যথাযোগ্য পরিপুষ্টি বিধান করিতেছি! দর্শন শাস্ত্রে তোমরা অধ্যয়ন করিয়াছ—সংহত বস্তু মাত্রে পরার্থ হইয়া থাকে। যাহা দুই বা ততোঽধিক বস্তুর সম্মিলনে সংঘটিত হয়, তাহা অপরের ভোগ্য অর্থাৎ অন্নরূপেই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এই বিশ্ব–সংহত বস্তু; সুতরাং ইহারই নাম অন্ন বা ভোগ্য। পূর্ণস্বরূপা আমি এই অন্নরূপে আত্মপ্রাশ করিয়া অন্ন ও অন্নাদ হইয়া অপূর্ব্ব বিশ্বলীলা সম্পাদন করিয়া থাকি। ইহাই আমার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি। যদি সত্য সত্যই তোমরা আমাকে দেখিতে চাও—আমার এই অপূর্ব্ব জ্ঞানামৃতলাভে ধন্য হইতে চাও, তবে সর্ব্বপ্রকার কুটিলতার পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নগ্নশিশুর মত আকুল আগ্রহে অথচ শান্তভাবে মা মা বলিয়া ডাক। হওনা কেন মোহে অভিভূত, হওনা কেন পাপে কলঙ্কিত, হওনা অজ্ঞান অন্ধ তথাপি তুমি সর্ব্বদা স্নেহ-স্তন্যদায়িনী অন্নপূর্ণা মায়ের কোলেই অবস্থান করিতেছ। এমন কোনও প্রতিকূল অবস্থা আসিতে পারে না, যাহাতে তোমাকে মাতৃঅঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। এই বিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখ আর শুধু দেখ—তোমার অন্তর বাহির পরিপূর্ণ করিয়া কাশীপুরাধীশ্বরী অন্নপূর্ণাই বিরাজ করিতেছেন। লও পত্র পুষ্প ফল জল, যাহা তোমার সামর্থ্যে কুলায়, তাহাই কৃতাঞ্জলিপুটে লইয়া সত্যের ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া বল—

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি ।।

দাও পুষ্পাঞ্জলি তাঁর চরণে। যেখানে যেরূপভাবেই হউক না কেন, উহা তোমার মাতৃচরণেই অর্পিত হইবে। ওরে, আমি ছাড়া আর যে কোথাও কিছু নাই সুতরাং আর কাহারও তোমাদের শ্রদ্ধাদত্ত আহুতি গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। প্রথমে অন্নময় কোষে আমার পূজা কর। তারপর ক্রমে প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষে পূজা করিতে করিতে পঞ্চকোষাতীতা অথচ পঞ্চকোষ প্রাবৃতা মাকে দেখিবার জন্য নির্নিমেষ দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা কর। যদি বিজ্ঞানময় গুরুর অহৈতুক কৃপা অনুভব করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই তুমি মাতৃস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ লাভে কৃতকৃত্য হইবে, তখন, তুমিও সিদ্ধ সাধকগণের ন্যায় অভিন্নকণ্ঠে গাহিতে পারিবে—

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ।।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা অন্নপূর্ণা দর্শন

শ্রীশ্রীবাবা

দেখা বহু প্রকারের হয়। চোখ দিয়া দেখা, মন দিয়া দেখা ও হৃদয় দিয়া দেখা। চোখ ও মন দিয়া অনেক লোকই দেখিয়া থাকে; কিন্তু হৃদয় দিয়া দেখিবার লোক বিরল।

একই গঙ্গানদীকে তোমরা বিভিন্নভাবে দেখিয়া থাক—কেহ বা দেখ গঙ্গা একটি নদী, তাহার জল থাকে অধিকাংশ সময়েই ঘোলা—অপরিষ্কার। জল অপরিষ্কার হইলেও তাহাতে ষ্টীমার ও নৌকা চালাইয়া বাণিজ্য করিবার সুবিধা আছে। ইহার ঘোলা জলে স্নান করিলে কাপড় ময়লা হয়, ঘোলা জল পান করিলে অসুখ হয়। কেহ বা দেখ গঙ্গা 'সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যঃ দুঃখবিনাশিনী' এই গঙ্গা জলে স্নান করিলে বা গঙ্গাকে স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হইবে জীবনের শত দুঃখ ও পাপ। পরিণামে পাইবে সুখ ও মোক্ষ। তাই গঙ্গাস্নানের লালসায় প্রতিদিন ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট তিথিতে লক্ষ লক্ষ লোক দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিতেছে এই সুখদা ও মোক্ষদা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইবার জন্য। আবার কেহ কেহ বা দেখ—'গঙ্গা যমুনা বিগলিত করুণা।' প্রেমময় ভগবানই করুণায় বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন গঙ্গা ও যমুনা নাম ধারণ করিয়া। গঙ্গা ও যমুনা ভগবানেরই স্নেহ বিগলিত বাস্তব মূর্ত্তি। তিনি অরূপ হইতে রূপে, ভাবাতীত হইতে ভাবে করুণার প্রস্রবণ রূপে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। এ সাধারণ জল মাত্র নহে, প্রেমময় ভগবানেরই করুণারসমূর্ত্তি। একই গঙ্গাকে তোমারা বিভিন্ন জন এইরূপে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া স্ব স্ব বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতেছ। কেহ বা বাণিজ্য করিয়া অর্থবান হইতেছ, কেহ বা অন্তর রাজ্যে এক দিব্য চেতনার সন্ধান পাইতেছ। যে ঘোলা জল দেখিয়া তাহাতে বাণিজ্যের নৌকা চালাইতেছে তাহাকেও গঙ্গা বলে না—'তুমি আমাকে শুধু সামান্য নদীরূপে দেখিতেছ, আমি তোমাকে আমার বুকের উপর দিয়া নৌকা চালাইতে দিব না।' আবার যে সাধক অন্তররাজ্যে দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে সুখদা ও মোক্ষদা রূপে দেখিতেছেন তাহার অন্তরকে তিনি পবিত্রতায় ও প্রেমে অভিসিঞ্চিত করিতেছেন। দৈহিক পিপাসায় তিনি সুমিষ্ট পানীয়, অন্তরের পিপাসায় তিনি শান্তিপ্রদায়িনী করুণার প্রস্রবণ। আবার দিব্য ভাবাপন্ন সাধকের নিকট বিগলিত করুণারসমূর্ত্তি। সাধক দেখেন, জল শুধু জল মাত্র নহে, চিন্ময়ীর এক স্থূল অভিব্যক্তি এই জল। তাই তিনি যুক্ত করে বলেন—'আপোশুদ্ধন্তু মৈনসঃ, উশতীরিব মাতরঃ।' স্নেহশীলা জননীর ন্যায় তুমি আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মল কর, নিষ্পাপ কর! তিনি যুক্তকরে বলেন—ভবায় ভবানন্দায় নমস্তে জল চিন্ময়। যিনি জ্ঞানময় শিব তিনিই চিন্ময় জল। মনের উর্দ্ধলোকে এই দর্শন ঘটে। জ্ঞানময় শিবের অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে চিন্ময় জল একটি মূর্ত্তি। তাই জল দেখিয়া সাধক বলিতে থাকেন—বিগলিত করুণা গঙ্গা যমুনা।

মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিতে আসিয়াও তোমরা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া থাক। কেহ দেখ মা অন্নপূর্ণার নিকট শিব অন্ন ভিক্ষা চাহিতেছেন। শিব শ্মশানে মশানে থাকেন, ভূত প্রেত নিয়া তাঁহার খেলা, কোথায় পাইবেন তথায় অন্ন; তাই ক্ষুধার্ত্ত হইলেই আসেন মায়ের কাছে অন্ন চাহিতে। মাও তাঁহাকে হৃষ্টচিত্তে অন্ন প্রদান করেন যখনই তিনি আসেন। এমন যে ধৈর্য্যের ও করুণার মূর্ত্তি মা তাঁহাকে আমরা পূজা ও প্রণাম করিতেছি। মা তুমি যখন শ্মশানবাসী শিবেরও অন্নদায়িনী তখন আমাদিগকেও তুমি অন্নদান করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্নপূর্ণা তোমার নাম, তুমি প্রসন্ন হও আমাদিগকে যথেষ্ট অন্ন প্রদান কর। ইহাই ভাব-বিবর্জিত শূদ্র ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের দর্শন। এখানে হৃদয়ের কোন সংযোগ নাই।

কেহ বা দেখ তিনি এই বিশ্বকে সুন্দর সাজে সাজাইয়া আমাদের ক্ষুধার চতুর্বিধ অন্ন প্রদান করিয়া তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ রসের একমাত্র মালিক এই মা অন্নপূর্ণা। তিনি নির্গুণা কি সগুণা তাহা জানি না, তবে ক্ষুধায় অন্ন ও তৃষ্ণায় জল প্রদান করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন; স্বয়ং শিবও তাঁহার নিকট অন্ন ভিক্ষা চাহিতেছেন। তাই এই মায়ের পূজা করিলে তোমার সন্তান-সন্ততিগণের অন্ন-বস্ত্রের অভাব হইবে না। 'বুভুক্ষানল তপ্তানাং পুত্রাণাং হর দুর্গতিম্ —' বলিয়া তাই প্রার্থনা কর আমার মায়ের ঐ রাতুল চরণে। এইরূপ দর্শনের সঙ্গে মনের সংযোগ আছে কিন্তু হৃদয়ের সংযোগ এখানেও নাই।

কেহ বা দেখ এই বিশ্ব তাঁহারই রূপ। চিন্ময় প্রকৃতি স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের অন্নরূপে সাজিয়া জীবের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। এক বিরাট ঐশী শক্তি এই বিশ্বের অধীশ্বরী। শুধু অধীশ্বরী নহেন তিনি বিশ্ব বৈচিত্র-সাজে সাজিয়া নানা রূপে, বর্ণে, গন্ধে জীব ও জগতের পঞ্চ কোষের অন্নদায়িনীরূপ ধারণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া, যুগ যুগান্তর ধরিয়া তিনি রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। তিনি যেমন ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল সেইরূপ তিনি মনের সঙ্কল্প, তিনিই বুদ্ধির ধী, তিনিই প্রাণের প্রাণ। তখন সাধক অন্তরে ও বাহিরে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া বলিতে থাকেন—মা তুমি রক্তবর্ণা অর্থাৎ রজগুণ সম্পন্না ক্রিয়াশীলা ঐশীশক্তি তুমি। কি সুন্দর বিচিত্র বসন তুমি পরিধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছ অর্থাৎ বিশ্বের বৈচিত্র্য তোমারই অঙ্গের ভূষণরূপে শোভা পাইতেছে। তুমি নব চন্দ্র ধারণ করিয়াছ অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি হইয়াও তুমি আমাদের মনের নিকট মনোময় স্থূলমূর্ত্তিতে আসিয়া ধরা দিতেছ। এই বিশ্বই যে তোমার মনোময় স্থূলরূপ। সেই স্থূলরূপকে আরও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইবার জন্য তুমি ধরিয়াছ আজ পূজাক্ষেত্রে এই মৃন্ময়রূপ। বিশ্ব বৈচিত্র্যের কেন্দ্রস্বরূপ তোমার এই স্থূল মাতৃরূপ আমার মনের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল মৃন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীরূপে। সম্মুখে তুমি চিন্ময়ী মূর্ত্তিমতী মা, চতুর্দ্দিকে তুমি বিশ্ব-বৈচিত্র্য সাজে সজ্জিতা মূর্ত্তিমতী মা। পরিবর্ত্তনরূপে নিত্য নূতন সাজে তুমি লীলায়ীত হইতেছ। আবার তুমি অন্নপ্রদানের জন্য স্নেহে নতা, স্তনভার নম্রা। তুমি কারণ হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছ আমাদের মনের ও দেহের ক্ষুধায় তৃপ্তি বিধানের জন্য। ক্ষুধাতে তুমি চতুর্বিধ অন্ন সাজিয়া আমাদের তৃপ্তি বিধান করিতেছ যুগযুগান্তর ব্যাপী। আবার তুমিই চক্ষুর দৃক্‌শক্তি, মনের মনন শক্তি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তোমার এই চিন্ময় রূপের স্পর্শ পাইয়াই গাহিয়াছিলেন—'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।' বাহির বিশ্বে তুমি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, আবার অন্তর্জ্জগতে তুমি শক্তি, ভক্তি, মুক্তি। তোমারই দিব্যরূপ ও প্রকাশ যিনি দেখিয়াছেন অন্তরে ও বাহিরে তিনিই নিমগ্ন হইয়াছেন সবিকল্প সমাধিতে তোমার স্নেহময় অমৃতময় বক্ষে। যে সাধক তোমাকেই স্থূলে, সূক্ষ্মে ও কারণে মহেশ্বরী রূপে দেখিয়াছেন, যে সাধক তোমাকেই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অধীশ্বরীরূপে দেখিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন তিনিই আনন্দে পরিপূর্ণ। কি বাহিরে কি অন্তরে তাঁহার অভাববোধ কোথাও নাই। এমন যে ভগবতী তিনিই ভবের দুঃখ একমাত্র মোচন করিতে পারেন। তাই তোমরা 'ভজে ভগবতীম্ ভবদুঃখহন্ত্রীম্'—'ভবদুঃখ হন্ত্রীম্' 'মম দুঃখ হন্ত্রীম্' বলিয়া আমার মায়ের রাতুল চরণে প্রণত হইতেছ।

আবার কোন কোন সাধক দেখেন—আমিই অন্ন। মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল মহেশ্বর গুরুরূপে আমাকেই ভিক্ষা চাহিতেছেন স্বীয় প্রকৃতি অন্নপূর্ণার নিকট। যুগ যুগান্তর জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া আমি নিষ্পেষিত হইতেছি কালের তপ্ত কাটাহে, জন্ম মৃত্যু ও মৃত্যুর আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া। যতদিন আমি প্রকৃতির অধীন থাকিব ততদিনই জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম হইবে। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।'

এই যে জন্ম মৃত্যুর অপরিহার্য্য গতি ইহার হাত হইতে অব্যাহতির একটি মাত্র পথ আছে। যে পথের কথা বলিতে যাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন— 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে লাভ করিলে, আমাতেই পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে আর জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে নিষ্পেষিত হইতে হয় না। সেই গোপীনাথ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই মহাকাল মহেশ্বর মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রকৃতিকে বলেন, হে প্রকৃতি, বহু যুগ খেলিয়াছ এই সন্তানকে নিয়া তুমি!

'মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥'

তুমিই মহতী প্রকৃতি। অসংখ্য জীবজগতের একমাত্র পিতা আমি। আমারই নির্দ্দেশে, ঈক্ষণে পরিচালিত হইতেছ তুমি। আমি লীলা পরবশ হইয়া প্রকৃতি বা মায়ারূপিণী তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। অনন্তভাবের অনন্তরূপের বীজ বা আধার আমি। আমিই দান করিয়াছিলাম তোমার গর্ভে এই জীবজগৎ। আবার আমি মহাকাল মহেশ্বররূপে তোমার নিকট চাহিতেছি আমার মুমুক্ষু সন্তানকে কৈবল্য দান করিবার জন্য। খেলার সাধ মিটিয়াছে আমার ও তোমার মুমুক্ষু পুত্রের। তোমার লীলা-নাটকের যবনিকাপাত হউক এইখানে। আরও ত রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ জীব-পুত্র তোমার লীলার সহচররূপে। দাও এ পুত্রকে—দাও এ মুমুক্ষু পুত্রকে দাও. আমাকে ভিক্ষা দাও। কালেরও উর্দ্ধে কৈবল্যধামে হইবে ইহার গতি। তাই ত তোমার মুখপানে চাহিয়া এ মুমুক্ষু পুত্র কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছে—

'ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী লীলানাটক সূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥'

আর্ত্ত, ভীত, সংসারতাপে বিদগ্ধ, কালের কবলে নিষ্পেষিত ঐ মুমুক্ষু জ্ঞানী পুত্র ডাকে তোমাকে 'মা' 'মা' বলিয়া। সে চাহে না তোমার ধন, চাহে না বৈভব, চাহে না আয়ু, চাহে না মান। মিটিয়াছে তাহার ভোগের তৃষ্ণা, পূর্ণ হইয়াছে তাহার যত কামনা বাসনা। বুঝিয়াছে সে যতদিন থাকিবে প্রকৃতির অধীন, ততদিন হইতে হইবে নিষ্পেষিত জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির করাল কবলে। বিশ্বেশ্বরী তুমি, তোমার অনন্ত বিশ্বের অসংখ্য বৈভব ঢালিয়া দিলেও ত্রিতাপ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় তাহার নাই। হইতে পারে তোমার আশীর্ব্বাদে সে রাজরাজেশ্বর কিন্তু মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে না সে তোমার মায়াময় অঙ্কে বসিয়া। তাই এই মুমুক্ষু পুত্র চাহে কালেরও উর্দ্ধে কৈবল্যধামে যাইতে। আমি তোমার এই মুমুক্ষু পুত্রকেই মহাকাল মহেশ্বররূপে—গুরুরূপে ভিক্ষা চাহিতেছি। অমৃতের প্রত্যাশী এই পুত্র—তোমার ত রহিল আরও লক্ষ লক্ষ পুত্র ভোগের অভিনয় করিবার জন্য। খোল দ্বার, মোক্ষের কপাট কর উন্মোচন, তোমার লীলা-নাটকের যবনিকাপাত হোক এইখানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা মহাকাল মহেশ্বর ও মাতা মহেশ্বরীর এই লীলাভিনয় দেখিয়া কৈবল্যকামী মুমুক্ষু সাধক ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে করে আর্ত্তনাদ। প্রিয় সাধক, প্রিয় পাঠক, বুঝিবে কি এই মুমুক্ষু সাধকের আর্তনাদের গূঢ় রহস্য, যদি বুঝিতে পার তবেই আচার্য শঙ্করের সুরে সুর মিলাইয়া উদাত্তকণ্ঠে গাহিবে—

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
নির্ধূ্তাখিলঘোরপাবনকরী প্রতক্ষ্যমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশ-পাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ।।

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থ গোচরকরী ওঁকার-বীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ।।

দৃশ্যাদৃশ্য প্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞান-দীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃ প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ।।

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি ।।

।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাতাপস শ্রীনরেন্দ্রনাথ

ডক্টর সুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মানব মনের নিত্যদিনের একটি মহত্তম প্রার্থনা হলো—'অসতো মা সদ্ গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।'—'অনৃত হতে সত্যে, অন্ধকার হতে আলোতে, মৃত্যু হতে আমায় অমৃতে নিয়ে চলো।' অনাদি কালের কোন প্রদোষ বেলায় মানুষের মনে এ প্রার্থনার সৃষ্টি হয়েছিল জানিনা, কিন্তু আমরা এমন মানুষকে অনেক সময়ই দেখতে পাই যারা মানব মনের এই অভীপ্সার দ্বারা অনৃত হতে সত্যে, অন্ধকার হতে আলোতে এবং মৃত্যু হতে অমৃতে উপনীত হয়ে পথ চলা মানুষের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন। শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাদেরই একজন।

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই মানুষের সামনে রয়েছে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স নামে দুটি পথ ধারা। অভ্যুদয়ের পথে যারা তাদের কর্ম্ম ও চিন্তাধারাকে পরিচালিত বরেন তারা প্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে খ্যাতনামা হন, যশস্বী হন, বিশ্ব ইতিহাসে তারা কীর্ত্তিমান বলে পরিগণিত হন। কিন্তু তাদের চাওয়া ও পাওয়ার কোন দিনই নিবৃত্তি হয়না। তাদের শূণ্য ঝুলি যতই ভরে উঠে পূর্ণ আর কিছুতেই হয়না। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছুটন্ত অশ্বের মতো ধেয়ে চলে দিক্ দিগন্তে লক্ষ্য হীনের ন্যায় লক্ষ পথে। তাদের কামনারও নিবৃত্তি নেই, জন্ম মৃত্যুরও অবসান নেই। কিন্তু যারা নিঃশ্রেয়সের পথে পা বাড়ান, মানব অন্তরাত্মার এ ডাক তারাই শুনতে পান, এ প্রার্থনার মর্ম্মবাণী তাদের অন্তরেই সম্যক রূপে প্রতিধ্বনিত হয়। তাদের অন্তরই বার বার কেঁদে কেঁদে বলে উঠে—"কামনার ভার বহিয়া বহিয়া দুয়ারে দুয়ারে ফিরি বার বার।" তাদেরই কথা হলো—'বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি আমারে লহ গো বাঁচায়ে।'—তাদের অন্তরেই অন্তরতম কথা হলো' 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।—ভূমৈব বিজিজ্ঞিসিতব্য।'—অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ-স্বরূপ, ভূমাকেই জানতে হবে। ভূমার পথই নিঃশ্রেয়সের পথ। নিঃশ্রেয়সের পথে যারা চলেন বৃহত্তর জীবনের সন্ধান তারাই পান, মহত্তমকে জানার অভীপ্সা তাদের অন্তরেই জেগে উঠে। ভূমাকে লাভ করতে হলে প্রয়োজন সাধনার। প্রয়োজন তপস্যার। 'তপসা চিয়তে ব্রহ্ম তপোব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ।' তপস্যার দ্বারাই মানুষ বৃহত্তমকে লাভ করেন, অমৃতকে লাভ করেন, মহৎ হতে মহীয়ান হন। তপস্যা কি? তপস্যা বা সাধনা হচ্ছে মানুষের সেই প্রয়াস যার দ্বারা মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার ক্ষুদ্রতাকে, তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে সত্যের আলোতে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন। মানুষের স্বরূপ হচ্ছে—সত্যম্ জ্ঞানম্ আনন্দম্।—সংস্বরূপ, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। পরমাত্মার সাথে তার কোন প্রভেদ নেই। 'জীব ব্রহ্মৈব নাপর।' 'জীবে শিবে দোহে অভেদ মুরতি।' কিন্তু মানুষ তার কৃতকর্মের দ্বারা, কর্ম্ম ফলের দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়ে আপন স্বরূপকে ভুলে যায়। তবু মাঝে মাঝে প্রত্যেক মানুষেরই প্রাণের একতারায় সুর বেজে উঠে, আপন অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে উদ্দেশ্য করে কে যেন বলে উঠে—'ত্বাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং।'—তুমি আমার কর্ম্মফলের দ্বারা বিগত রোচনা হয়েছ, মলিনতা প্রাপ্ত হয়েছ। তাই আজ আমার প্রার্থনার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা দীপ্তিময় হয়ে তুমি জ্বলে উঠে আমায় আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করো। শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন আমাদেরই মতন একজন মানুষ কিন্তু তিনি প্রাণের একতারার সুপ্ত মুর্চ্ছনার সাথে সুর মিলাতে পেরেছিলেন। তাই তিনি এই ভূমার পথকেই, বেছে নিয়েছিলেন তাঁর জীবনে, এই তপস্যার পথকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর জীবনে। তাই তিনি মহাতাপস। তপস্যার হোমবহ্নিতেই তিনি তাঁর জীবনকে মহৎ হতে মহীয়ান করে তুলেছিলেন। অনৃত হতে সত্যে, অন্ধকার হতে আলোতে এবং মৃত্যু হতে অমৃতে উপনীত হয়েছিলেন।

বর্ত্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার খানিপুর গ্রাম। গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেছে শীতলক্ষা নদী কুল কুল রবে। ঢাকা সহর হতে ভৈরব বাজার রেল লাইনে ঘোড়ালাল স্টেশনে নেমে শীতলক্ষা নদী পথে অথবা পায়ে হাটা পথে পলাশ ও চশিচন্দুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এ গ্রাম। বড় রাস্তার ধারে প্রশস্ত পরিধি নিয়ে একটি বাড়ী। লোকের কাছে 'ঠাকুরবাড়ী' বলে পরিচিত। এ পরিচিতির কারণ এ অঞ্চলে এটিই একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার। তাছাড়া বাড়ীর সামনেই রয়েছে একটি মন্দির। মন্দিরে রয়েছে লক্ষ্মী নারায়ণ, গৌরনিতাই ও শালগ্রাম শিলা। এ পরিবারের পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মচর্চ্চা ছিল সকলের সুবিদিত।

ঠাকুর বাড়ীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এখানে তাদের বাস খুব দীর্ঘদিনের নয়। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ময়মনসিংহের সুসং দুর্গাপুর অঞ্চল হতে এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদের নাম—পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ও ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর নাম--বসন্ত দেবী। নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ও ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী—স্বর্ণময়ী দেবী ও হরসুন্দরী দেবী। পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ছিল একমাত্র কন্যা। নাম—শ্যামা। শ্যামাই এই পুরুষক্রমের প্রথম সন্তান। নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রথম সন্তান এক পুত্র। নাম—বিপীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপীন অল্প বয়সেই পরলোক গমন করে। দ্বিতীয় সন্তান কন্যা। সেই সন্তানও মারা যায়। তৃতীয় সন্তান হেমন্ত। এ সময়ে ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও হরসুন্দরী দেবীর এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। কিন্তু পরিবারের এই পুত্র সন্তানও অচিরে বাড়ীর সন্নিকটস্থ পুকুরে ডুবে মারা যায়। বংশের পুত্র সন্তানদের এরূপ শোচনীয় পরিণতিতে যখন সমগ্র পরিবার শোকাকুল সে সময়েই নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ঔরসে ও স্বর্ণময়ী দেবীর গর্ভে মহাতাপস নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। আবির্ভাব কাল —১৬ই জৈষ্ঠ ১৩১১ সাল। রবিবার। কৃষ্ণা প্রতিপদ। ইংরাজী ২৯শে মে ১৯০৪। নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও স্বর্ণময়ী দেবীর অন্যান্য সন্তানরা হলেন—কুমুদিনী, যামিনী, কামিনী, শৈবালিনী ও বীরেন্দ্র। নয় সন্তান। এদের মধ্যে সপ্তম সন্তান শৈশবেই লোকান্তরিত হয়। অন্যান্যরা সংসার জীবন যাপন করেন। ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পরবর্ত্তী সন্তান কন্যা। নাম মনোরমা।

প্রচলিত কথা আছে—'Morning shows the day' এবং 'Child is the father of man.' যার মর্ম্মার্থ—দিনের আভাস সকাল বেলার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়;—অথবা মানুষের সমস্ত জীবনের আভাস তার বাল্যকালেই নিহিত থাকে। মহাতাপস নরেন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখতে পাই—ভবিষ্যৎ জীবনে যে সব সদ্ গুণরাশিতে তিনি বিভূষিত হয়েছিলেন তার সব গুলোরই প্রতিফলন ছিল তাঁর শৈশব জীবনেই। শৈশব কালেই মহাতাপস নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসা পরায়ণ, বিচক্ষণ, জেদী ও আত্ম—সচেতন। পরবর্ত্তী কালে এ স্বভাবগুলোই তাঁর মধ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞসা বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা, স্পষ্ট বক্তা ও প্রবল ব্যক্তিত্বে পরিণতি লাভ করে। শৈশবেই তিনি পিতামাতা ও অন্যান্যদের নানা প্রকার অনুসন্ধিৎসা পরায়ণ ধর্ম্ম ও তত্ত্বমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। মনের ভাবকে নির্ভিক ভাবে প্রকাশ করতেন। খেলাধূলা ও প্রতিদিনের চলা বলায় সমবয়সীদের মধ্যে সব সময়েই প্রাধান্য বিস্তার করতেন এবং সমবয়সীরাও এমন কি বড়রাও বালকের ব্যক্তিত্বকে দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার না করে পারতেন না।

গ্রামের পাঠশালাতেই নরেন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ। গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন এই পাঠশালার শিক্ষক। গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন ঠাকুর পরিবারেরই নিকটতম আত্মীয় এবং ঠাকুর বাড়ীতেই থাকতেন। চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত নরেন্দ্রনাথ এই পাঠশালাতে অধ্যয়ন করেন।

মহাতাপস নরেন্দ্রনাথের যখন নয় বৎসর বয়সকাল তখন উপনয়ন হয়। বংশের প্রথম সন্তানের উপনয়ন। অতি সমারোহের সাথেই তা সম্পন্ন হয়। উপনয়নের আচার্য্য ছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী। গুণেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সাধন ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এক অলৌকিক ঘটনা। সেই ঘটনাটি হলো—কোন এক সময় দূর দেশীয় আত্মীয় বাড়ী হতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় গ্রামের প্রান্তদেশে সায়ংকালে বিপরীত দিকাভিমুখী এক সৌম্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাথে দেখা হয়। ব্রাহ্মণের সৌম্য মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি পরিচয় জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সৌম্যবেশধারী ব্রাহ্মণ নিজেকে পরিব্রাজক রূপে পরিচয় দেন এবং জানান যে—গতকাল রাত্রে তিনি বরাব গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। গৃহকর্ত্তা যদিও বাড়ীতে ছিলেননা তবু তার আতিথ্যের ত্রুটি হয়নি। তবে বসার আসনটি মনোমত ছিলনা এবং পানের সাথে চুন পাননি। গৃহের বিবরণ শুনে আচার্য্যদেব বুঝতে পারলেন সৌম্যবেশধারী ব্রাহ্মণ গতকাল রাত্রে তাঁর গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। স্বগৃহের ত্রুটিতে লজ্জিত হয়ে ত্রুটি স্বীকার করে তিনি বিনীত ভাবে প্রার্থনা জানান—অদ্য রাত্রে পুনঃ তার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য এবং যাতে কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে সচেষ্ট হবেন বলে নিবেদন করেন। কিন্তু সৌম্যবেশধারী ব্রাহ্মণ অন্য এক স্থানের নাম করে জানান যে অদ্য রাত্রে তিনি তথায় আতিথ্য গ্রহণ করতে মনস্থ করেছেন তাই তাঁর অনুরোধ রাখতে না পারায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। অগত্যা আচার্য্যদেব স্বগৃহ অভিমুখে রওনা হন। গ্রামে ফিরে তিনি জানতে পারেন গতকাল রাত্রে ব্রহ্মা তার বাড়ী গ্রাস করেছেন। স্বগৃহে ফিরে তিনি দেখলেন একটি মনোরম কাঠের পিড়ি ও চুনের কৌটাটি ভিন্ন সব কিছুই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তখন তার চোখের সামনে সব কিছু প্রতিভাত হয়ে উঠল এবং বুঝতে পারলেন পথিমধ্যে যার সাথে দেখা হয়েছিল তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা ভিন্ন অন্য কেউ নন। ব্রহ্মার প্রীত্যর্থে তখন তিনি নিজহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে অবশিষ্ট পিড়ি ও চুনের কৌটাটি সেই অগ্নিতে আহুতি রূপে প্রদান করেন। রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখেন—সায়ংকালের সেই সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ তার শিয়র দেশে দাঁড়িয়ে। তাকে আশীর্ব্বাদ করছেন এবং একটি থলি প্রদান করে বলছেন—তোমার সেবায় প্রীত হয়ে এটি তোমায় দিচ্ছি যতদিন এটি থাকবে ততদিন তোমার কোন অভাব অনটন হবে না।—ঘুম ভেঙ্গে গেল।—আচার্য্যদেব দেখতে পেলেন—তার শিয়র দেশে একটি থলি পড়ে আছে। অনেক খুঁজলেন কিন্তু সৌম্যবেশধারী ব্রহ্মণের আর দেখা পেলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়—সায়ংকালে সৌম্যবেশধারী ব্রাহ্মণ যে বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন বলে আভাস দিয়েছিলেন সে বাড়ীটিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত রাত্রে অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছিল এবং আচার্য্যদেবের সাংসারিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হয়। বালক নরেন্দ্রনাথ আচার্য্যদেবের এই অলৌকিক ঘটনার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং এরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যশালী মনে করতেন। বালক নরেন্দ্রনাথ সেই বয়সে গায়ত্রীর মর্ম্মার্থ সম্যক রূপে অবগত না হলেও কি যেন একটা অপূর্ব্ব শক্তি ও আনন্দ পেতেন সেই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে। তাই প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে ও নিঠার সাথে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করতেন। সন্ধ্যা বন্দনাদি নিয়মিত ভাবে দু'বৎসরকাল করেছিলেন। দু'বৎসর পরে বালক নরেন্দ্রনাথের এগার বৎসর বয়সে পিতৃ বিয়োগ হলে অশৌচ পালনের সময় পণ্ডিতদের সাময়িক স্থগিতের নির্দ্দেশ হতে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্র তিনি নিয়মিত জপ করতেন। সন্ধ্যাবন্দনার সময়টুকু ধ্যান ধারণা করে কাটাতেন। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতি নরেন্দ্রনাথের ছিল প্রবল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। পরবর্ত্তী কালেও তিনি গায়ত্রী মন্ত্র জপের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। গায়ত্রী মন্ত্রের সজীবতা ও প্রত্যক্ষ ফলের সাথে মহাতাপস নরেন্দ্রনাথের নিজের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনাও জড়িত আছে। ঘটনাটি এরূপ—

ঢাকা সহরের কিছুটা নির্জ্জন পরিবেশে এক বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের এক বন্ধু বাস করতেন। নরেন্দ্রনাথ অনেকবারই সেই বাড়ীতে গেছেন। কিছুদিন পরে সেই বন্ধুর খোঁজ না পেয়ে তার অনুসন্ধানে সেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়। কারও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বন্ধুর নাম ধরে তিনি ডাকতে থাকেন। বাড়ীর ভিতর হতে পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান ভেসে আসে ঘরে প্রবেশ করার জন্য। নরেন্দ্রনাথ সে ঘরে প্রবেশ করে কাকেও দেখতে পাননা। শুধু মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য। নরেন্দ্রনাথ সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। ইতিমধ্যে ঘরের খোলা দরজা জানালাগুলো ও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। নরেন্দ্রনাথ এ ঘটনায় হতবাক্ হয়ে গিয়ে এ ঘর ও ঘর করতে থাকেন। কিন্তু ঘটনার কোন পরিবর্ত্তন হলোনা। এমন কি মাঝে মাঝে উল্লাসের এক বিকট হাসি কানে ভেসে আসতে লাগলো। তার মনে হতে লাগলো এক অশরীরী আত্মা যেন তাকে ঘিরে ধরতে চাইছে। এ অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ মনে বল সঞ্চার করে স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়ায়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। অচিরেই ঘটনার পরিবর্ত্তন হলো। বিকট হাসি ও কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। ঘরের বন্ধ দরজা খুলে গেল। নরেন্দ্রনাথ বাইরে বেরিয়ে এলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে দু' একজন পথচারী নরেন্দ্রনাথকে সেই বাড়ী হতে বেরিয়ে আসতে দেখে হতবাক্ ও বিস্মিত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানালেন—এটি একটি পরিত্যক্ত ভূতের বাড়ী। এ বাড়ীর একটি ছেলে আত্মহত্যা করার পর হতে এটি একটি ভৌতিক বাড়ীতে পরিনত হয়েছে। পরিবারের অন্যান্যরা অন্যত্র চলে গেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজনই অসতর্ক ভাবে এ বাড়ীতে ঢুকে প্রাণ দিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথকে সকলেই তারা ভাগ্যবান বলে মনে করতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ ঘটনার কিছু না বলে পথ চলতে লাগলেন।

মহাতাপস নরেন্দ্রনাথের যখন এগার বৎসর বয়স তখন পিতৃবিয়োগ হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। সেদিন ছিল রথযাত্রার দিন। নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর তখন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স। মৃত্যু চিরদিনই মানুষের কাছে বেদনার কারণ। পিতার মৃত্যু একদিকে যেমন নরেন্দ্রনাথের কিশোর মনে পিতৃস্নেহ ও ভালবাসার অভাবকে জাগিয়ে তুললো অন্যদিকে তেমনি মনে এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করলো। মনে হতে লাগলো—যাকে নিমিত্ত করে এ পৃথিবীতে আসা তার বিদায় যেন সংসারের অনিত্যতাকে করুণ ভাবে জাগিয়ে দিচ্ছে। মন বৈরাগ্যের পথে ধাবিত হলো।—সে বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী শ্মশান বৈরাগ্য নয়। শুদ্ধ ও নির্ম্মল বৈরাগ্য। পরমার্থ লাভের বৈরাগ্য। সেদিনের এই বৈরাগ্যই বালক নরেন্দ্রনাথের মনে বীজ রূপে বপ্ত হয়ে পরবর্ত্তী জীবনে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকলিত হয়ে বালক নরেন্দ্রনাথকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল জীবনের পরমার্থ লাভের সিংহ-দুয়ারে। তমসার পরপারে অমৃত সায়রে। পিতৃদেবের শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন রাত্রে নির্জ্জনে বসে আপন মনে কাতর ভাবে পরলোকগত আত্মার কল্যানের জন্য প্রার্থনা করলেন বালক নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের জন্মস্থান সমীপবর্ত্তী কোন হাইস্কুল না থাকায় বড় বোন হেমন্ত দেবীর বাড়ী বান্দাখোলায় থেকে কালীগঞ্জে হাইস্কুলে ভর্ত্তি হলেন। শীতলক্ষা নদীর ধারে এই স্কুল। বান্দাখোলা হতে কলীগঞ্জের দূরত্ব ছিল প্রায় তিন মাইল। এই স্কুলে এ অঞ্চল হতে বহু ছাত্রই যাতায়াত করত দলবদ্ধ ভাবে। কিশোর নরেন্দ্রনাথের ছাত্রদের সাথে দলবদ্ধ ভাবে চলা ও নানা অপ্রসাঙ্গিক আলোচনা ও কলরব ভাল লাগত না। তিনি শান্তভাবে কখনও বা একাকী স্কুলে যেতেন অথবা ফ্রান্সিস, মহেন্দ্র ও কুঞ্জবিহারী নামীয় অন্য তিনজন বন্ধুস্থানীয় ছাত্রদের সাথে এই দীর্ঘ পথ চলতেন। এই পথ চলা কালে কিশোর নরেন্দ্রনাথ বন্ধুদের সাথে নানা প্রকার সৎ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন।

কালীগঞ্জ স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথেই এক বন্ধুর কাছে এক মহাপুরুষের কথা শুনতে পেলেন।—সে মহাপুরুষের নাম প্রভু জগৎবন্ধু। প্রভু জগৎবন্ধু বাংলা দেশে তখন এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। বাংলা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষই তখন জগৎবন্ধুর মহিমায় উদ্বুদ্ধ। ঘরে বাইরে আবালবৃদ্ধ বনিতা তাঁর আলোচনায় মুখর। নরেন্দ্রনাথের কিশোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুটিও সে আলোচনা অবহিত হয়ে নরেন্দ্রনাথকে জানালেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁর বালক বন্ধুর কাছে প্রভু জগৎবন্ধুর মহিমা ও গুণমাধুরী শ্রবণ করে মুগ্ধ হলেন এবং অভিলাষিত হলেন তার দর্শন লাভের জন্য। কিন্তু পথের দূরত্ব অন্তরায় হলো। অন্তরায় সৃষ্টি করলো—প্রভু তখন ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে গম্ভীরায় অন্তরীন অবস্থায় রয়েছেন। চোখের দেখা সম্ভব না হলেও কিশোর নরেন্দ্রনাথের মনোময় জগৎ পথের সে দূরত্বকে অতিক্রম করে উপস্থিত হলো তাঁর সন্নিধানে। কিশোর নরেন্দ্র নাথের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠলো সেই মহাপুরুষ। প্রভু জগৎবন্ধুর একটি ছবি ক্রয় করে তা তিনি নিজ হাতে সযত্নে বাঁধিয়ে শয়ন কক্ষে লুকিয়ে রাখলেন এবং নিশিথকালে সকলের অগোচরে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আপন অন্তরের কথা নিবেদন করে ভাবের আদান প্রদান করতে লাগলেন। তখন থেকেই মহাতাপস নরেন্দ্রনাথের জীবন সাধনার সূত্রপাত। ক্রমে কিশোর নরেন্দ্রনাথ এ রূপের প্রতি এমন ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে অন্য কোন দেবদেবী বা মহাপুরুষদের কথা আর ভাবতেই পারতেন না। তাঁদের প্রণামও করতেন না। সাধনার এমনি এক অবস্থাকালে নরেন্দ্রনাথের অন্তর-রাজ্যে মহাপুরুষের মহাবাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো—'শুধু এই রূপটির সঙ্কর্ণ সীমার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিওনা।'

সকল মোহ ঘুচে গেল। সব সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে গেল। কিশোরের অন্তর বীণায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সচ্চিদানন্দময় ভগবানই বিভিন্ন ভাবে লীলায়িত হচ্ছেন।—একই বহু হয়েছেন।—'একং যদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' 'একম্ বা ইদম্ বিবহুব সর্ব্বম্।'—

এমনি এক সময়ে ফ্রান্সিসের মৃত্যু হলো। ফ্রান্সসিসের জীবন ছিল পবিত্র ও নির্ম্মল। ফ্রান্সিস চেয়েছিল সৎ ও সাধুজীবন যাপন করে স্বীয় ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে। ফ্রান্সিসের মৃত্যু কিশোর নরেন্দ্রনাথের মনে নতুন করে এক রেখাপাত করে এবং সত্যসন্ধানে ও পরমার্থ লাভের পথে উদ্বুদ্ধ করে তুলে। কালীগঞ্জ স্কুলে এসময়ে যাঁরা অধ্যাপনা করতেন তাদের মধ্যে দু'একজন ছিলেন সৎ, সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ। একজন সাধন ক্ষেত্রেও ছিলেন অগ্রগণ্য। অধ্যাপনার সাথে সাথে তারা স্বীয় জীবনকে সত্য ও অমৃতের আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। তাদের জীবন-আকুতি ও সাধন প্রকৃতিও কিশোর নরেন্দ্রনাথের জীবনে গভীর রেখাপাত করে।

পিতার মৃত্যু, ফ্রান্সিসের মৃত্যু, শিক্ষকদের জীবনদর্শন ও প্রভু জগৎবন্ধুর আদর্শ, বাণী ও অনুপ্রেরণা যখন কিশোর নরেন্দ্রনাথের জীবনকে সাধনরাগে অনুরঞ্জিত করে তুলেছে সেই ভাববেশের দিনে হাতে এলো যোগশাস্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থ। মনোযোগ দিয়ে তিনি এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থখানিকে পড়লেন। পড়লেন আরও অনেক সদ্‌গ্রন্থ। গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ্, স্বামী বিবেকানন্দের বই, অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ. রামকৃষ্ণের কথামৃত, বিজয়কৃষ্ণের গ্রন্থ, বৈষ্ণব শাস্ত্র। আরও কত কি। এই সাধ্যায় কিশোর নরেন্দ্রনাথের মনে এক বিপুল পরিবর্ত্তন এনে দিল। আগামী জীবনের পাথেয় রূপে দেখা দিল। এমনি এক সময়ে মনে যখন বৈরাগ্যের শিখা শত ধারায় জ্বলে উঠেছে, হৃদয় যখন আলোর ঝরণার অভিসারী হতে চলেছে, পরম প্রিয়তমের সাথে ব্যবধান যখন অসহনীয় হয়ে উঠেছে, স্থির করলেন ঘর ছেড়ে পথের বাইরে এসে দাঁড়াবেন অনিকেত হয়ে স্থিরমতি হবেন। পরমাত্মাকে লাভ করবেন।—এখনই। এই মুহূর্ত্তেই।—আর দেরী নয়।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন— পরমার্থ লাভের অভিসারে সংসার ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছেন। বাড়ীর সীমানা অতিক্রান্ত হয়ে পথে নামছেন। হঠাৎ কার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন। ক্ষিপ্র গতিতে কে যেন এসে তার হাতটি ধরে ফেলল। তাকিয়ে দেখেন রামকৃষ্ণ দেব।—বললেন— 'এত ভাবনা কিসের? এস ভয় কিসের? কোথা যাচ্ছিস? ঘরে ফিরে চল। হাত ধরে গৃহদেবতার মন্দিরের খোলা বারান্দায় নিয়ে বসালেন। বললেন—যাবার সময় হলে— গুরুই ডেকে নিয়ে যাবেন।'—আরও অনেক কথা হলো। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব অভয় ও আশ্বাসের কথা শুনালেন।—রামকৃষ্ণদেব তারপর একসময় চলে যেতে চাইলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে ধরে রাখতে গেলেন। ধরা আর হলো না। ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এ দৃশ্য নরেন্দ্রনাথের মনে এক নতুন প্রেরণা ও নব বলের সৃষ্টি করল. জীবন দেবতাকে পাবার আকুতি আরও বেড়ে গেল। আরও তীব্র সম্বেগ নিয়ে সাধনা চলতে লাগলো।—নাদ শুনতে পেলেন।—দিব্য জ্যোতি দর্শন করলেন।—মধুর সুরে, মোহন কে যেন বাজায় বাঁশী।—কে যেন বাজায় রম্য বীণা।—দূরে নয়, কাছে। আপন অন্তরের অন্তস্থলে। অনাহতনাদ কান পেতে শুনেন।—স্তব্ধ হয়ে শুনেন।—আর বিমোহিত হয়ে ভাবেন—এ মধুর সাগরে নিমজ্জিত হতে হবে। দিব্যালোকের দিব্যজ্যোতি। আজ্ঞাচক্রের জ্যোতি আকর্ষণ করে দিব্যলোকে। কি স্নিগ্ধ কি সুষমামণ্ডিত সেই জ্যোতি। সেই রূপের ঝলক, সেই রূপের ছটা আকর্ষণ করে, উদ্‌ভ্রান্ত করে রূপ সাগরে ডুব দিতে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে কালীগঞ্জ হাইস্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন নরেন্দ্রনাথ। প্রথম বিভাগে। সুরু হলো কলেজ জীবন। পরাধীন ভারত তখন মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে মেতে উঠেছে। গাঁয়ে-গঞ্জে এসে তার ঢেউ লেগেছে। ঢেউ লেগেছে স্বদেশী আন্দোলনের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদেশী বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহন। ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগ করবনা। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করবনা; বিদেশী দ্বারা স্থাপিত স্কুলে পড়বনা। নরেন্দ্রনাথ ভর্ত্তি হলেন স্বদেশী প্রচেষ্টায় স্থাপিত ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। উদ্দেশ্য—চিকিৎসার দ্বারা দেশ ও জাতির সেবা, নরণারায়ণের সেবা করার অধিক সুযোগ পাবেন বলে। মেডিকেল কলেজে পড়াশুনার সাথে সাথে অংশ নিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। স্বদেশী আন্দালনে। সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন—আর্ত্তের সেবায়, বিপন্নের সেবায় রোগীর শুশ্রূষায়। মনোভাব—'দেশ ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি, মায়ের প্রতিমূর্ত্তি।' 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' খদ্দরের জামা কাপড় পরতে লাগলেন। চরকা কাটতে লাগলেন স্থানে স্থানে তুলার বীজ রোপন করতে লাগলেন। গাঁয়ে-গঞ্জে খদ্দর ফেরি করতে লাগলেন। লোককে কংগ্রেসের মেম্বার করতে লাগলেন। পিকেটিং করলেন। পিকেটিং পরিচালনা করলেন। দেশনেতা ও সহকর্মীগণ কারাবরণ করলেন আন্দোলন ও কর্ম্ম প্রবাহকে সজীব রাখার জন্য দল পরিচালনা করতে লাগলেন। জন সমাবেশে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিলেন। সমবেত কণ্ঠে গান ধরলেন—'আগে চলো, আগে চলো দুঃখ রবেনা।' সুরু হলো শাসক সম্প্রদায় ও পুলিসের উৎপীড়ন। প্রেরণা জোগাল স্বদেশী গান—

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।।'

এমনি করে দিন এগিয়ে চলেছিল। তারপর রাজনৈতিক জগতেরও একদিন পট পরিবর্ত্তন হলো। আন্দোলন প্রবাহ ও মানুষের মনের ভাবাবেগও স্তিমিত হয়ে এলো। গান্ধীজী ও অন্যান্য দেশ বরেণ্যগণ কারারুদ্ধ হলেন। যারা রইলেন তারা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত হলেন। কর্মীদের মধ্যেও আদর্শ ও দৃঢ় চরিত্রের একান্ত অভাব দেখা দিল। প্রেরণা জোগাবার কেউ রলোনা। চারদিকে এক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। নরেন্দ্রনাথের মনে এক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব। এ ত পথ নয়? এ পথে'ত পরমার্থ লাভ হবে না? তিনি আবার পথের নিশানায়, পথ নির্দ্দেশকের নিশানায় আত্ম নিয়োগ করলেন। হোষ্টেলের দ্বিতল ঘরের খোলা জানালার ধারে বসে সামনের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবেন। সে ভাবনার শেষ নেই। জানালার ধারেই ছিল একটি নিম গাছ। কখনও বা তার প্রতি তাকিয়ে ভাবাবেগে আপন মনে গান—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তুমি আছ বিটপী লতায় জলদের গায়,
শশীতারকায় তপনে,
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, মরি গো আঁধারে কাঁদিয়া।
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু
আমায় দাওগো দেখায়ে বুঝায়ে।'

* * * *

'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারই রসাল নন্দনে
কবে তৃষিত এ চিত হইবে শীতল
তোমারই করুণা চন্দনে।'

মনে এক অসন্তোষ ও আনমনার ভাব।—'আমি কোথায় গেলে পাব তারে যে আছে অন্তরে।' পড়াশুনা প্রায় ছেড়ে দিলেন। ঢাকার তদানীন্তন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গেলেন। কিন্তু অন্তর দেবতা কোথাও সাড়া দিলেন না। রমনার ময়দানে বসে ভাবেন। ভাবেন রাত জেগে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বসে।—'আমি কোথায় গেলে পাব তারে যে আছে অন্তরে।' কে দেখাবে তারে ?

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। শেষ বারের মতো ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে বের হলেন। সাথে অন্যতম বন্ধু সৃষ্টিধর। সৃষ্টিধরও ছিলেন সত্যানুসন্ধানী ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে পথ চলছেন। এমন সময় কে ডাকল। পরিচিত কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে তার কাছে নিয়ে গেলেন। আপনজন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে হাতে একখানি ছোট্ট বই দিলেন। 'সত্য-প্রতিষ্ঠা।' লেখক শ্রীসত্যদেব। তিনি আরও জানালেন শ্রীসত্যদেব মহাসাধক। কোলকাতায় বেনেটোলায় থাকেন। সম্প্রতি 'সাধন সমর' নামে তাঁর অপূর্ব্ব একখানি বড় বই বের হয়েছে।

সত্যদেব নামটি খুব পরিচিত বলে মনে হলো নরেন্দ্রনাথের কাছে। মনে হলো এ নামটি যেন একান্ত আপন জনের নাম। মনে হলো হারিয়ে যাওয়া একটি নাম যেন মনের মণিকোঠায় ফিরে পেলেন। বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন—'সত্যদেব', 'সত্যদেব'।

মিছিল দেখা হলোনা। সৃষ্টিধরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোষ্টেলে ফিরে এলেন। এক নিশ্বাসে সমস্ত বইটি পড়ে ফেললেন। রাত্রে আর ঘুম হলোনা। বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেবে ভেবে রাত কেটে গেল। রাত কাটল 'সত্যদেব' 'সত্যদেব' নাম স্মরণ করে। মনে হতে লাগলো জীবনের পাথেয় এই সত্যদেবের কাছেই পাওয়া যেতে পারে।

পরদিনই চিঠি লিখলেন সত্যদেব মহারাজকে প্রাণের আকুতি জানিয়ে। আপন মনের অনুসন্ধিৎসা জানিয়ে। 'সাধন-সমর' বইটি ডাকযোগে পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

চিঠির উত্তর এলো। 'সাধন সমর' বইটিও এলো। চিঠিখানি বার বার পড়তে লাগলেন। সাধন সমর বইটি একাগ্র চিত্তে, ব্যাকুলিত হৃদয়ে পাঠ করলেন। বইয়ের প্রথম দিকের সম্বোধন —'এস মাতৃক্রোড়স্থ মাতৃহারা শিশু;' মনের মধ্যে কি যেন এক আলোড়নে সৃষ্টি করল। মনে হলো এই'ত আমার আপনজন। এই'ত আমার মনের মানুষ। এই'ত আমার প্রাণের দেবতা। কি কথা শুনালেন আমায়। সত্যই'ত আমি মায়ের কোলে বসে মাতৃহারা হয়ে মাকেই খুঁজছি। ছুটে যেতে ইচ্ছা হলো তখনই সেই মনের মানুষের কাছে। প্রাণের দেবতার কাছে। পাথেয়ের সন্ধানে। কিন্তু বাধা অনেক।

অভিভাবকরা প্রত্যাশা করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ ডাক্তার হয়ে ঘরে ফিরবেন। প্রিয়জনদের সুখী করবেন। প্রতিবেশীদের আশা ছিল অনেক। বন্ধুদেরও আশার অন্ত ছিল না। কিন্তু একি হলো? নরেন্দ্রনাথ এমন আনমনা কেন? তারা চাইলেন নরেন্দ্রনাথকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে। যদি আনমনা ভাব কাটে। যদি উদাসীনতার শেষ হয়। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মনে যে পরশমণির ছোয়া লাগতে চলেছে তার খোঁজ কে রাখে?

তারপর সত্যই একদিন অধ্রুবকে ছেড়ে ধ্রুবের পথে পা বাড়ালেন নরেন্দ্রনাথ। দুর্গাপূজার ঠিক আগে। সব ফেলে একদিন কোলকাতা এসে উপস্থিত হলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে বেনেটোলা।

যার লাগি আঁখি পিপাসিত তাঁর সাথে দেখা হলো। দ্বিতলের ঘরে। মনে হলো এই মহাসাধক শ্রীসত্যদেব যেন তার প্রত্যাশায়ই বসে ছিলেন।

সত্যদেব মহারাজ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন।—তারপর সব নীরব। দুজন দুজনের দিকে চেয়ে রইলন। দুজনেই স্তব্ধ ও ভাষাহীন।—সে আবেশ ভাঙ্গলে বিকালে আবার দেখা হবে বলে মহাসাধক নরেন্দ্রনাথকে বিদায় দিলেন।

বিকালে আবার দেখা হলো। আগের ঘরেই। রুদ্ধ কক্ষে কথা হলো। ব্রহ্মর্ষিদেব মহারাজ বললেন 'তুমি তোমার আপন ঘরে এসে পড়েছ। তোমার পাথেয় এখানেই পাবে। দুর্গা পূজা আসন্ন। মায়ের পূজায় ব্রতী হও।'

[ক্রমশ.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসমাধিস্থ শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণকমল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্

ডক্টর রমা চতুর্ধুরীণা রচিতম্

নমামি পিতরং বিশ্বধাতারং
কোটি ভক্ত পাতারম্ ।
গর্ব জেতারং সর্ব ক্রেতারং
নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্ ॥ ॥ ১ ॥

নমামি সাধকং বাধা বাধকং
প্রসন্ন প্রদীপ্ত পাবকম্ ।
ধরণী ধারকং তরণী তারকং
নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্ ॥ ॥ ২ ॥

নমামি তাপসং প্রকৃষ্ট প্রকাশং
সহস্র রশ্মি হ্রাসনম্ ।
তমিস্র বিনাশং তাপন বিকাশং
নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্ ॥ ॥ ৩ ॥

নমামি গুরুবরং শাশ্বত সত্য চরং
সারাৎসার পরাৎপরম্ ।
পূর্ণানন্দধরং মায়া মোহ হরং
নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্ ॥ ॥ ৪ ॥

নমামি মুনিপরং পূর্ণপ্রজ্ঞাভরং
কাম ক্রোধ হারকম্ ।
স্নেহ প্রেম ঝরং হিংসা দ্বেষ শরং
নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্ ॥ ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমামি কোমলং কমনীয় কমলং
করুণা বরুণালয় রূপম্ ।
দীনৈকশরনং হীনৈকভরনং
নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্ ॥ ॥ ৬ ॥

নমামি প্রিয়তমং প্রাণেশ্বর সমং
বরনীয় বীর বান্ধবম্ ।
প্রাণ প্রদীপং প্রীতি প্রতীকং
নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্ ॥ ॥ ৭ ॥

নমামি সুন্দরং বাণী বন্দনং
মঞ্জু মাধুরী কুঞ্জম্ ।
পুষ্পাঞ্জলি পুঞ্জং মধুপায়ি গুঞ্জং
নমামি শ্রীনরেন্দ্র নাথম্ ॥ ॥ ৮ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ভাবানুবাদ ॥

যিনি সমগ্র বিশ্বকে পিতৃতুল্য স্নেহে রক্ষা করে চলেছেন ; যিনি কোটি কোটি ভক্তকে নিত্যই পালন করছেন, যিনি সকল দাম্ভিকজনের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন, যিনি সকলের হৃদয় ক্রয় করে নিয়েছেন স্বীয় প্রীতি-মৈত্রী সেবা-ত্যাগ দ্বারা, যিনি সর্ব্বদাই পরব্রহ্মের সঙ্গীত করে চলেছেন—সেই পুণ্যশ্লোক, ধন্যজীবন, অনন্যচরিত্র সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বার বার প্রণাম করি ॥১॥

যিনি আমাদের ঝড়ঝঞ্ঝাসঙ্কুল দুঃস্থ দুর্গত জীবনের সকল বাধা নিঃশেষে দূর করেন, যিনি প্রসন্ন-প্রদীপ্ত-পাবকসম জ্যোতির্ম্ময়রূপে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছেন, যিনি সমগ্র ধরণীকে ধারণ করে রেখেছেন, যিনি আমাদের জীবন-তরণীকে শুভ সুন্দর পথে পরিচালিত করেন, যিনি দুস্তর-সংসার-সাগর নিত্যই পার করেন—সেই অনন্ত সৌন্দর্য, অসীম মাধুর্য, অপরিসীম ঐশ্বর্যাধার সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বার বার প্রণাম ॥২॥

নিনি প্রকৃষ্টরূপে সকলের নিকট প্রকাশিত করেন, যিনি অন্ধকার নাশ করেন, যিনি অতুল তেজে বিকশিত হয়ে রয়েছেন, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ক্লেশ-ক্লেদ-বিনষ্ট করেন—সেই আনন্দ-অমৃত-আলোকের নির্ঝর তাপসপ্রবর শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বার বার প্রণাম ॥৩॥

যিনি সর্ব্বদাই শাশ্বত সত্যপথে বিচরণ করেন, যিনি পূর্ণানন্দকে নিজের সত্তার মধ্যে ধারণ করে রয়েছেন, যিনি বদ্ধ জীবের মায়া ও মোহ হরণ করে নিয়েছেন, যিনি মধুর-মোহন মোক্ষের সরোবররূপে বিরাজ করেন সগৌরবে—সেই সত্য-শিব-সুন্দরের ধারক-বাহক-পালক-প্রকাশক সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বার বার প্রণাম ।৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি পূর্ণপ্রজ্ঞার গৌরবে গরীয়ান হয়ে রয়েছেন, যিনি সকলের কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ মদ মাৎসর্যরূপে ষড়রিপুকে বিনষ্ট করেন, যিনি স্নেহ-প্রেমের নির্ঝররূপে সকলেকে স্নিগ্ধশীতল করেন, যিনি হিংসা-দ্বেষাদিকে শররূপে ছিন্ন বিছিন্ন করেন—সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বার বার প্রণাম ।।৫।।

যিনি কমনীয় কমলের ন্যায় নিরন্তর শোভা পাচ্ছেন, যিনি করুণাবরুণালয় রূপে জগতের তাপ ক্ষালন করেন, যিনি দীনজনদের একমাত্র আশ্রয়রূপে বন্দনীয় হয়েছেন, যিনি হীনজনদের রক্ষকরূপে শরণীয় হয়েছেন—সেই কোমলস্বভাব সাধক প্রবর শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বার বার প্রণাম ।।৬।।

যিনি আমাদের প্রাণেশ্বর প্রতিমরূপে দীপ্যমান হয়ে রয়েছেন, যিনি নিখিল-বিশ্বের বরণীয় বান্ধবরূপে পূজনীয়, যিনি প্রাণপ্রদীপসম হয়ে দীপ্তি পাচ্ছেন অহরহ, যিনি প্রীতির পরিপূর্ণ প্রতীকরূপে সকলকে তৃপ্ত করছেন—সেই প্রিয়তম সাধক প্রবর শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বার বার প্রণাম ।।৭।।

যিনি শ্রীবাগ্‌দেবীর মূর্ত বন্দনারূপে সকলকে সুমধুর ভাষণে মোহিত করেন, যিনি অনুপম মাধুরীর নিকুঞ্জরূপে চতুর্দিকে সৌরভ বিস্তার করছের, যিনি ভ্রমরের ন্যায় মধুগুঞ্জনে বিশ্বজনকে তৃপ্ত করছেন—সেই পরমসুন্দর শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে বার বার প্রণাম ।।৮।।

প্রণাম ! প্রণাম ! প্রণাম !

।। ওঁ শান্তিঃ শান্তি হরি ওঁ ।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার আসন শূন্য আজি ?

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ রায়

সাদা চোখে তাই বই কি! সাজানো বাগান পড়ে আছে, সেই মন্দির, সেই আসন, সেই শয্যা, শতবার স্পর্শ-ধন্য তৈজসাদি, স্নেহ-লালিত তরু-বীথি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত না সৃষ্টি, কত না কল্পনার রূপায়ণ,—সবই ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি আছে, শুধু শ্রীশ্রীবাবা অনুপস্থিত। আছে সন্তানদল, কিন্তু একজনার অভাবে দীপ্তিহীন। আশ্রমের আকাশ 'বাবা' ডাকে মুখরিত, কিন্তু যাঁকে ঘিরে এত ডাকাডাকি, তাঁর সাড়া কোথায়? তাঁকে তো চর্ম্মচক্ষু আর প্রত্যক্ষ করছে না; কাঙ্গাল নয়ন খুঁজে খুঁজে আকুল হয়ে ফিরে আসে বার বার ভাষাহীন বেদনায়। সকল ইন্দ্রিয়ই যে নিদারুণ হতাশায় ঘোষণা করছে,—নেই, নেই শ্রীশ্রীবাবা নেই। আসন খানি পড়ে আছে, তিনি নেই।

সত্যই কি তাই? তবে কেন আমার অন্তর্লোকে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, 'এই যে তোমার কাছে কাছেই আছি আমি।' তবে কি বাবা আছেন? নিশ্চয় আছেন। অনুভবে বুঝতে পারছি, তিনি আছেন। আমার ভাবলোকে নিত্য নবায়মান হচ্ছে তাঁর রূপ। শুধুই কি আমার ভাবলোকে? তিনি যে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছেন, রূপে-রসে-গন্ধে. সূর্যে, চন্দ্রে, তারায় তারায় তরু-লতা-গুল্মে, প্রাণে-অপ্রাণে। যেদিকে তাকাই যা কিছু স্পর্শ করি, সর্ব্বত্রই তো তাঁকে অনুভব করছি। অসীম, অনন্ত তাঁর প্রকাশ। যিনি আমার জীবনে ধরা দিয়েছিলেন শ্রীগুরুরূপে তিনিই যে আজ পরিব্যপ্ত রয়েছেন বিশ্বরূপে, আবার রূপ থেকে রূপাতীতে। গুরু আমার বিশ্বমায়ের কোল জুড়ে বসে আছেন, একীভূত হয়ে আছেন মায়ের সঙ্গে, স্পন্দিত হচ্ছেন নিখিল বিশ্বে 'বাত ইব'। বাতাসের প্রতি স্পর্শে তিনিই যে আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছেন। এতো সত্য যিনি, এতো প্রত্যক্ষগোচর যিনি, তার আসন কি কখনো শূন্য হতে পারে? কোথায় শূন্যতা? সকল শূন্যতাই যে মাতৃ-রূপী গুরু আমার ভরিয়ে রেখেছেন তাঁর অন্তহীন ব্যপ্তিদ্বারা। সময় সময় যদি অনুভবের মধ্যে তাঁর নাগাল না-ও পাই, তবে মনে করবো না তিনি নেই। তিনি আমার দৃষ্টির আড়ালে গেলেই সব শূন্যময় হয়ে যাবে? ও যে নিত্যপূর্ণতার মধ্যে শূন্যতার লুকোচুরি খেলা।

তবে শূন্য আসন পূর্ণ করার জন্য কখনো কখনো এত ব্যস্ততা দেখা যায় কেন? এ বেদী শুধুই লোকাচারের। কে কার আসনে বসতে বা বসাতে পারে? ঈশো-মুসা-চৈতন্য-বুদ্ধ-শঙ্কর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামকৃষ্ণ, কেউ কি শূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছেন, বা হারিয়ে গেছেন চিরকালের মত যে তাঁদের আসনে আর কাউকে ডেকে বসাতে হবে? তাঁরা যে চির বিদ্যমান আছেন আমাদের ভাবলোকে এবং থাকবেন চিরকাল। এই ভাবলোকেই তাঁরা ধরা দেন আজও মানুষের কাছে। রাজতক্ত না কি খালি থাকতে পারে না। তাই রাজার পরিত্যক্ত আসনে নূতন রাজা বসানোর জন্য এত কোলাহল-কোন্দল। কিন্তু গুরুর আসন তো খালি হয় না কখনো। গুরু মূর্তি তো ভাব বিগ্রহ। এই বিগ্রহ চিরস্থির, চিরজীবন্ত, চিরভাস্বর। শুক-তারার মত চিরকাল আলো দেখানো, পথ-দেখানোই তার কাজ। গুরু কি মা হতে পৃথক? গুরুরা কি সব এক অন্য থেকে স্বতন্ত্র। গুরু তো বিশ্বমায়ের বিভঙ্গ। গুরুই মা, মা-ই গুরু। দুয়ে মিলে এক। গুরুর হাত দিয়েই না মা আমার হাত ধরেন, আশ্রয় দেন। এই গুরুর আসন কি কখনো শূন্য হতে পারে?

সত্যাসত্য বিচারে ভাবকে আমরা প্রত্যক্ষের মর্যাদা দিতে চাই না বলেই এই হারাই-হারাই কলরব। প্রত্যক্ষযোগ্য যা কিছু তা-ও তো সত্যতা লাভ করে আমার ভাবলোকেই। প্রত্যক্ষীভূত বস্তু যদি ভাবে রূপান্তরিত না হয় তবে তাকে জানাই হয় না। ভাবের মাধ্যমেই আমরা সব কিছুকে চিনি, জানি। আমার সামনেকার বস্তু বা মানুষটি তখনই আমার কাছে সত্য হয়ে উঠে যখন তা ভাবে রূপান্তরিত হয়ে আমার চেতনায় সঞ্চালিত হয়। বিষয় সমূহ যে একমাত্র ভাবরূপেই আমার জ্ঞানগম্য হয়ে থাকে। ভাবলোকের সত্যতা ছাড়া কোন কিছুই যে আমার নিকট সত্য হয়ে উঠতে পারে না। শ্রীশ্রীবাবা কতবার সাবধান করে দিয়েছেন—"এই দেহকে গুরু বলে আঁকড়ে ধরো না।" গুরু আমার চৈতন্যে অধিষ্ঠিত অখণ্ড ভাব-বিগ্রহ। আমার ভাবলোকে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁকে গুরুরূপে চিনতে পারবো, বরণ করতে পারবো। তাই তো গুরু আমার অন্তরে, আবার বাহিরেও, তিনি একে আবার বহুতেও। তাই, চোখে দেখছি বস্তু, অনুভব করছি গুরুকে, দেখছি খণ্ডকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করছি অখণ্ড এককে, হাতড়ে মনে হচ্ছে শূণ্য চেতনার অনুভব করছি পূর্ণতাকে।

আমার গুরুর আসনখানি আমার ভাবলোকে চিরপ্রতিষ্ঠিত। এই আসনের অনন্ত বিস্তার, অনন্ত পরিধি। আমার চেতনার সমস্তটুকু পরিব্যাপ্ত করেই আমার গুরুর আসন পাতা। কি সাধ্য আমার যে তাঁকে অতিক্রম করি? আমার চেতনাকে কি আমি অতিক্রম করতে পারি? আমার চৈতন্যের দৈর্ঘ, প্রস্থ এবং গভীরতা, এক কথায় আমার সমগ্র অস্তিত্বই গুরুময়। গুরুর অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব। তাই তো বলা হয়, আমার দেহ গুরুমন্দির, আমার প্রাণ গুরুপ্রাণ, আমার চেতনা গুরু চেতনা। আমার গোটা আমিটাই গুরুর, আমার অস্তিত্ব জুড়েই যে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসন পাত্র। গুরু আছেন, আমি আছি। তাঁর আসন কি কখনো শূন্য হতে পারে? কাল ছিলেন বহিঃ প্রত্যক্ষে আজ অন্তর প্রত্যক্ষে। আবার অন্তর-বাহিরও কি আছে না কি? বাইরে যা, তাও-তো মুখ্যত, অন্তরেরই। অন্তর না থাকলে বাহিরও যে থাকে না। অতএব, যিনি অন্তরে তিনিই বাহিরে, যিনি বাহিরে তিনিই অন্তরে, যিনি 'আমি'রূপে, তিনিই 'তুমি'রূপে। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান রূপে তিনিই প্রবহমান—কালাতীতেরই কাল প্রকাশ। আমার গুরুর প্রকাশ অনন্ত—'অনন্তরূপে বিনিযোজয়স্ব'। যাকে হারাই মনে করি, তাকেই আবার শতরূপে পাই, যে আসন গুটিয়ে তুলি, তাই আবার বিছিয়ে দিই এখানে-ওখানে, বিশ্বময়। বাবার আসন শূন্য নয়, হতে পারে না।

তবে কেন এই হারাই-হারাই ভয়? কেন এই বিচ্ছেদের বেদনা, কেন এই শূন্যতা বোধ? মরণ কেন বিচ্ছেদের মর্ম্মদাহে জীবনকে অবসন্ন করে দেয়? "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরকাল কেন পাই না'—কেন এই বিলাপ? গুরু কি কখনো কখনো আমাদের চেতনা হতে সরে দাঁড়ান? চিরস্থির সূর্য তো কখনো কোথাও সরে যায় না। গুরুও সরে যান না, না জীবনে, না মরণে। সরে দাঁড়াই তো আমি, দূরে যাইতো আমি। আমিই কালোমেঘ সৃষ্টি করি, ঢাকি আমার চৈতন্যকে, আমার গুরুকে। হা হুতাশ করে বলি, গুরু সরে গেছেন, দূরে গেছেন। যিনি চির নিকট, যিনি আমার আত্মার আত্মা, আমার সর্ব্বস্ব, তাঁর তো দূরে যাবার সরে যাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি যদি মেঘের পরদা দিয়ে আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখি, তবে সে দোষ আমার। আমার সবটা আমিকেই যদি গুরুকে ঢেলে দিতে পারি, আমার ও গুরুর মধ্যে যদি কোনই আড়াল না রাখি, তবেই তো আমার সকল চিন্তা, সকল অনুভূতি, সকল কর্ম্ম গুরুর চিন্তা, গুরুর অনুভূতি ও গুরুর কর্ম্ম হয়ে উঠবে। আমি যদি নিত্য গুরুবোধে জেগে থাকি, আমার সমর্পণ যদি সম্যক ও সম্পূর্ণ হয় তবেই বুঝতে পারবো গুরুই আমার মধ্যে নিত্য উৎসারিত হচ্ছেন; আমার চিন্তায় ও কর্ম্মে নিত্য প্রকাশিত হচ্ছেন। আমারই চেতনাখানি তাঁর আসন। এই আসনে নিত্য অধিষ্ঠিত থেকে প্রকাশের পথ খুঁজছেন। আমি যেন এই প্রকাশকে সহজ ও অবারিত করে তুলতে পারি।

প্রশ্ন হতে পারে, গুরুর আসন যদি আমাদেরই অন্তরে, তবে বাহিরে এই সমাধি রচনার প্রচেষ্টা কেন? কে বলেছে এই সমাধি শুধু বাহিরের? কে বলেছে এই সমাধি-মন্দির জীবনের পরিসমাপ্তির স্মারক স্তম্ভ? কে বলেছে এই সমাধি শুধু ইট আর পাথরের? বাহিরে সমাধি রচনা করে শ্রীশ্রীবাবাকে অন্তর থেকে নির্বাসন দিই নি আমরা। শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র দেহাবশেষকে পাথর-চাপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে ঢেকে রাখা সন্তানের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এই সকল প্রস্তরখণ্ড আমাদের অন্তর বেদনারই মূর্তরূপ। এখানে যা সমাহিত আছে, তা এক অনির্বান অগ্নিশিখা যেখান থেকে মানুষ যুগে যুগে নিজ নিজ চেতনায় আগুন ধরাতে পারবে। এই মন্দির স্মরণ করিয়ে দিবে যে শ্রীশ্রীবাবা নিত্য আমাদের অন্তরাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সমাধি বিসর্জনের প্রতীক নয়। নূতন সৃষ্টির বীজ এবং দেবত্ব অর্জ্জনের সাধন-মন্ত্র এই সমাধিতে নিহিত আছে। এই সমাধি তপস্যার পীঠ-ভূমি। এই সমাধির দর্শন ও স্পর্শন আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে দেবত্বে উন্নীত হবার সংকল্প ও সাধনা। যদি কোনও সময় দুষ্কৃতি বশতঃ বিস্মৃতি এসে আমাদের অন্তরকে আবৃত করে, তবে বাহিরের এই সমাধি আমাদের নিষ্ঠাকে ফিরিয়ে আনবে, অন্তরকে বিশুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করবে। এই সমাধি মৃতপ্রস্তরস্তূপ মাত্র নয়; এর প্রতিটি অণু জীবন্ত, এই সমাধি আগুনের পরশমণি।' এর ছোঁয়ায় লোহা স্বর্ণে রূপান্তরিত হবে। এখানে শ্রীশ্রীবাবা বেঁচে আছেন যেমন আছেন আমাদের সবাকার অন্তরে। তাঁর আসন শূণ্য নয়, নিত্য পরিপূর্ণ, কারণ শ্রীশ্রীবাবা অর্থই পরিপূর্ণতা। তুমি তোমার সন্তানগণকে প্রবুদ্ধ কর—তুমি আমাদের পিতা। পিতানোঽসি।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার শুধু তোমাকেই চাই

ডক্টর রমা চৌধুরী

'তোমার দান চাহিনা, তোমাকে চাই। তত্ত্ববিচারে তোমার অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে চাই না, শুধু তোমাকেই চাই। তোমার অন্বেষণে তীর্থে তীর্থে দেশে দেশে আর ঘুরিতে চাই না, শুধু তোমাকে চাই। মৃত্যু আঁধার ভবে অনেক ঘুরিয়াছি, বার বার মৃত্যুকেই পাইয়াছি, এইবার শুধু তোমাকেই চাই।'—'দেবসঙ্ঘে মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান।'

—শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (পাথেয়—১ম খণ্ড পৃঃ ১১৯)

কি রমণীয়, রসঘন, রোমাঞ্চকর এই মহাসাধক শ্রীমুখনিঃসৃত মহাবাণী! আমাদের যুগ যুগান্তব্যাপী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধর্ম্ম ও দর্শন, সাধনা ও আরাধনা, ঋদ্ধি ও সিদ্ধির মূলমন্ত্র ত এইটিই —'এইবার শুধু তোমাকেই চাই।'

বস্তুতঃ আমাদের ভারতীয়-শাস্ত্রানুসারে অজ্ঞান প্রসূত পার্থিব বাসনা-কামনাই হল আমাদের 'বন্ধ' বা বদ্ধাবস্থা, সাংসারিক দশা, অসংখ্য দুঃখ ক্লেশ সঙ্কুল ব্যবহারিক জীবনের একমাত্র কারণ। সে জন্য ভারতদর্শনসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত মঙ্গলনির্ঝর, করুণা-ঘন, সুগম্ভীর সাবধানতা বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন—

'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥' গীতা ২। ৭১-৭২

সকল কামনা ত্যাগ করি সদা
বিহারেন যে নিস্পৃহ জন।
নির্ম্মম নিরহঙ্কার তিনি
লভেন শান্তি অনুক্ষণ॥
এই হল ব্রাহ্মী স্থিতি, পার্থ
এই ত মোহের নাশ।
লভিলে যা অন্তিমকালে
হয় মোক্ষের অবকাশ॥

গীতা—২। ৭১-৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভাবে যিনি মুমুক্ষু, যিনি 'সর্ব্বং দুঃখং দুঃখম্, 'সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্,' 'সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্'—আদ্যোপান্ত দুঃখময়—আদ্যোপান্ত ক্ষণভঙ্গুর, আদ্যোপান্ত শূন্যগর্ভ সংসার থেকে মুক্তিলাভ করে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হতে ব্যাকুল, যিনি তাঁরই পরম অমৃত এবং দিব্য আনন্দ আস্বাদনে কৃতসংকল্প, সাধন মার্গে তাঁর সর্ব্বপ্রথম কর্তব্য হল সকল জাগতিক সকাম কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে, সম্পূর্ণ নিষ্কাম কর্ম্মে রত হওয়া—সাধারণ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর বাসনা কামনা সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করা জীবন থেকে শাশ্বত কাল।

কিন্তু একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে তখনও থেকে যায়—মোক্ষের জন্য গভীরতম, দৃঢ়তম, পবিত্রতম, মধুরতম ইচ্ছা—এবং সেই জন্যই ত তিনি 'মুমুক্ষু', যে মনোরম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত সুন্দর অর্থই হল—'মোক্ষকামী'। সুতরাং সাধক নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল সাংসারিক বাসনা-কামনা নিঃশেষে এবং চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করবেন। অথচ তাঁর মনে অবশিষ্ট থাকবে একটিমাত্র প্রবলতম, প্রকৃষ্টতম, প্রিয়তম, প্রসন্নতম বাসনা কামনা—ইষ্ট দেবতাকে, শ্রীভগবানকে, পরব্রহ্মকে লাভ করার জন্য একনিষ্ঠ বাসনা-কামনা। আমরা অবশ্য এটিকে 'বাসনা-কামনা' বলি না-বলি 'প্রেরণা', বলি 'সাধনা', বলি 'আরাধনা' কারণ এই মহাভাব সম্পূর্ণরূপেই নিষ্কাম—যেহেতু সাধক শ্রীভগবানকে এইভাবে লাভ করিতে চান কোনো সকাম প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নয়, ধন জন-প্রমুখ কোনো পার্থিব বস্তু লাভের জন্য নয় কোনো মান সাংসারিক স্বার্থলাভের জন্য নয় কেবল একটিমাত্র পরমলাভের জন্য-তাঁরই শ্রীচরণারবিন্দে নিজের সঙ্কীর্ণ সত্তা বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের দেহমনোবদ্ধ ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' বা 'অহং-মম-ভাব' ধ্বংস করে সম্পূর্ণ বিলিন হয়ে যাওয়ার জন্য। এই ত তাঁর পুণ্যধন্য অনন্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র মন্ত্র, একমাত্র ব্রত।

যুগে যুগে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক সত্যদ্রষ্টা, ব্রহ্মবাদী ঋষি, ভক্ত, জ্ঞানী গুণী সকলে এই ভাবেই ত ব্যাকুল হয়েছেন, উন্মত্ত হয়েছেন, তদ্‌গতচিত্ত হয়েছেন একমাত্র সেই পরমদেবতার দর্শন লাভের জন্য—তাঁর জন্যই ত তাঁরা নিরন্তর ক্রন্দন করেছেন শিশুর মত শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে যাবার জন্য অনবরত ক্রন্দন করে যায় অঝোরে, এবং তার সেই করুণ, হৃদয়বিদারী ক্রন্দন কিছুতেই থামেনা যতক্ষণ না সে সেই সুকোমল, সুশীতল, সুমধুর মাতৃক্রোড়ে সাদর স্থান পায়। ঠিক সেই অবোধ অবস্থাই ত বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতবর্গেরও সমভাবে—

একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত কণ্টকে জরজর ভেল।
তুঁহা দরশন আশে কিছু নহি মাননু সব দুখ অবদূরে গেল।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুঁহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছাড়নু গৃহসুখ আশ।
পান্থক দুখ কিছু নহি মাননু কহতকি গোবিন্দ দাস॥

'পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়।' নানা বিষয় জানবার দরকার নেই।'

'তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো।' তাঁর জন্য কাঁদতে পারলে দর্শন হয়, সমাধি হয়।'

'ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে পাগল হতে হয়।'— শ্রীরামকৃষ্ণ

'আমায় দে মা পাগল ক'রে,
আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।
তোমার প্রেমের সুধা পানে কর মাতোয়ারা।
ও মা ভক্ত চিত্তহরা! ডুবাও প্রেমসাগরে॥— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

শ্রীশ্রীবাবা এই পবিত্র মধুর ভাবটিকেই বলেছেন 'অন্তরের বুভুক্ষা'. 'আধ্যাত্মিক ক্ষুধা'—

হিন্দুশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছে—একমাত্র দেহের ও মনের তৃপ্তি ও পুষ্টি বিধানই জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নহে। মানুষের মধ্যে রহিয়াছে তাহার এক আধ্যাত্মিক ক্ষুধা। দেহের ক্ষুধা—স্ত্রী অন্নপানাদি ভোগের দ্বারা সাময়িক নিবৃত্তি হয়। মনের ক্ষুধা—অর্থ পুত্র ও যশের দ্বারা সাময়িক প্রশমিত হয়। কিন্তু অন্তরেরক্ষুধা সেই অন্তরাত্মাকে লাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই মিটেনা। রাজপুত্র বুদ্ধদেব তাই রাজসিংহাসন ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন পরম ধনের সন্ধানে। তাঁকেই জানিতে হইবে, আত্মাকেই জানিতে হইবে, ভগবানকেই পাইতে হইবে। ইহাই জীবনের চরম কথা। যাত্রার পরিসমাপ্তি, বাসনার পরিপূর্ণতা সেই দিনই হইবে যেদিন সেই অন্তরের ক্ষুধার্ত বৈরাগী বলিয়া উঠিবে—আমি তাঁহাকে পাইয়াছি যাঁহাকে পাইলে আর কিছুই পাওয়ার বাকী থাকেনা। ('অন্তরের বুভুক্ষা ও মা অন্নপূর্ণা।'
'পাথেয়'—২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯)

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি, তুচ্ছ প্রচেষ্টা দ্বারা সত্যই কি তাঁকে পাব? মহাশ্বাস দিয়ে শ্রীশ্রীবাবা সানন্দে, সগৌরবে উদাত্ত কণ্ঠে মধুভাসে ঘোষণা করেছেন—

'দেওঘর আশ্রমের চতুর্দিকে মায়ের দিব্য চরণ চিহ্ন দেখা দিল। মায়ের দিব্য গন্ধে প্রাণহীন ধূলিকণাও যেন সজীব হইয়া উঠিল। পাতায় পাতায় মর্ম্মরধ্বনি বাজিয়া উঠিল। বাতাস দিব্য পরশ দিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল—সে আসিবে, সে আসিবে। আকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও উজ্জ্বল হইল। পাখীর গান আরও সুমধুর হইল। সকলে কানে কানে বলিতে লাগিল—ঐ সে আসিবে, সে আসিবে। যে আসিলে অভাবের জ্বালা থাকেনা, যে আসিলে ভয় থাকেনা, যে আসিলে দাবানলও দগ্ধ করিতে পারেনা, যে আসিলে সমুদ্রও ডুবাইতে পারেনা, ঐ সে আসিবে। বাতাস বলে, আকাশ বলে, প্রস্তর খণ্ড বলে—ঐ সে আসিবে। চাহিয়া দেখ, আমাদের অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার অঙ্গগন্ধ রহিয়াছে—আমরা জড় নহি, মৃত নহি। তাঁহার দিব্য ছোঁয়া লাগিয়া আমাদের জড়ত্ব ঘুচিয়াছে।

'একটু প্রতীক্ষা কর—তোমার অধিবাসের থালা সাজাও। তিনি আসিলে তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে ত ? ভূমি বলিল—এই নাও, আমাদের অধিবাসের থালায় উঠাইয়া লও। আমি সাক্ষ্য দিব, আমি সাড়া দিব, আমি তোমাকে মায়ের চরণ তলায় নিয়া যাইব। গন্ধ বলিল—নাও. আমাকেও অধিবাসের থালায় উঠাইয়া নাও। তাঁহার দিব্য অঙ্গের গন্ধে মোহিত করিয়া তোমাকে তাঁহার কাছে বহন করিয়া নিয়া যাইব। শিলা বলিল ছিঃ। তুমি ভয় পাইতেছ কেন ? তোমার পাষাণ হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব হইবে না বলিয়া মিথ্যা ভয় পাইতেছ কেন ? আমিও ত পাষাণ আমার বক্ষে তাঁহার পদচিহ্ন রহিয়াছে। তোমার অধিবাসের থালায় আমাকে নাও। আমি তোমাকে পাষাণ বিগলিত করিবার কৌশল শিখাইয়া দিব। ধান্য পুষ্প, ফল, দধি, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, সকলে আসিয়া আশ্বাস বাণী কানে কানে কহিল -চল আজ অধিবাস করিবে চল। এতদিন আমাদিগকে নিয়া সংসারে মুগ্ধ ছিলে, আজ মায়ের দিব্য পরশে আমরা সজাগ হইয়াছি। চল, তোমাকেও মাতৃ সকাশে বহন করিয়া নিয়া যাই। ('দেবসঙ্ঘে মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান।'—'পাথেয়'—১ম খণ্ড পৃঃ ১১৯)

কি অনুপম এই অমৃতময়ী বাণী। আমাদের বিশ্বজননী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার পূজা করতে হবে, তাঁর শ্রীচরণকমলে উপনীত হতে হবে, তাঁর মঙ্গলাশীর্ব্বাদ লাভ করতে হবে, একাকী নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে—কারণ তিনি যে আমাদের সকলেরই সেই একই সার্ব্বজনীন মা এবং তাঁর পুণ্যাবির্ভাব অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সমভাবে স্মরণ করুন আমাদের সাম্যভূমি. ঐক্যভূমি ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সেই অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য, অভিনব ঘোষণা—আজও যা সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে রেখেছে—

'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—	(ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩। ১৪। ১)
'ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্	(বৃহদারণ্যকোপনিষদ
'তত্ত্বমসি'	(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৬। ৮। ৭)
'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'	(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২। ৫। ১৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অহং ব্রহ্মাস্মি।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।১০)
'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।' 'ব্রহ্মই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড' 'তিনিই তুমি।' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম।' 'আমিই ব্রহ্ম।'

ভারতাত্মার মর্মোত্থবাণী এই দুটি প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধতম উপনিষদের এই সকল মর্মস্পর্শী মন্ত্রানুসারে পরব্রহ্ম অথবা তাঁরই সঙ্গে একীভূত পরমা জননী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই নিহিত হয়ে রয়েছেন তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য, অসীম মাধুর্য, অপরিসীম ঐশ্বর্যে শাশ্বতকাল। সেজন্য তথাকথিত জড়-মর ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতকল্পে তা' নয়—কারণ তা'ত তাঁরই প্রকাশ তারই প্রতিচ্ছবি তারই প্রতিনিধি। একই ভাবে আমরা বিশ্বমানবও ঠিক তাই। সুতরাং জীব ও জগৎ, চিৎ ও অচিৎ, পুরুষ ও প্রকৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বমানব পরস্পর বিভিন্ন নয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর বিরুদ্ধ নয় —বরং পরস্পরের সঙ্গে সমস্বরূপ রূপে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ—সেজন্য বিশ্বমানব ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রগাঢ় প্রীতি ও মধুর মৈত্রীর মোহন বন্ধন আদ্যন্তকাল।

শ্রীশ্রী বাবা এই অপূর্ব্ব শান্তিদায়ী তত্ত্বই আমাদের নিকট প্রকাশিত করে' গিয়েছেন আমাদের চিরন্তন কল্যাণের জন্য। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের!

শ্রীশ্রী বাবা স্বয়ং দেবাশীর্ব্বাদধন্য এই "দেবসঙ্ঘে" পরমা জননী, পরম করুণাময়ী, দীন-তারিণী, পতিতপাবনী, ভক্তবৎসলা অন্নদায়িনী ৺শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন সগৌরবে। আজ সেই মহাপূজা পুনরায় আনন্দে, সশ্রদ্ধায়, সভক্তিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পুন্যধামে সর্ব্বভারতীয় শতসহস্র ভক্তজনের সাগ্রহ সহযোগিতায় এবং ভগবতী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র পুন্য পরিচালনায়। এই পবিত্র লগ্নে শ্রীশ্রী বাবা তাঁর পার্থিব শরীরে বা রূপে আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত নেই সত্য। তাহলেও আমরা স্থির জানি যে, তিনি, তাঁর অমর আত্মা আজ এখানে সস্নেহে বিরাজ করছেন তাঁর পরমাদরের পুত্রকন্যাদের অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত, আনন্দিত করে'। পুনরায় বলি— কি পরম সৌভাগ্য আমাদের!

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর বরপুত্র শ্রীশ্রীবাবা শ্রীশ্রীমায়ের যে পরমাহ্বান আমাদের জন্য প্রকাশিত করেছেন—সুন্দরতম ও মধুরতম ভাষায়—তাই আজকের এই পুন্যক্ষণে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে' ধন্যাতিধন্য হই—

প্রিয় পুত্রগণ! একবার নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্যরত্নাকরী আমার দিকে চক্ষু ফিরাও। রাজরাজেশ্বরীকে পাইলে, আনন্দময়ীকে পাইলে অভয়া বরদা আমাকে পাইলে কোনো উপকরণের অভাবই তোমাদের থাকিবে না। আমাতেই রহিয়াছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমাতেই রহিয়াছে চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র। আমাতেই রহিয়াছে যত বৈভব। আর রহিয়াছে সুখ শান্তি অমৃত অভয়। দানের পিছনে ছুটিও না। যিনি দাতা সেই আমাকেই দেখ। সকল দুঃখ ও দৈন্য দূর হইবে। 'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া আর উপকরণ চাহিও না। একবার আমাকে চাও। আমার দিকে 'মা' বলিয়া হাত বাড়াও। আর বার বার বল—

কেবলানুভবানন্দরূপেণ পরমেশ্বরী।
আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম, কুরু মাং মুক্তবন্ধনম্ ।।
ওঁ শান্তিঃ হরি ওঁ।।

("মা অন্নপূর্ণাকে চাও, না অন্ন চাও"—পাথেয় ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসমাধি

শ্রীঅসিত

ভারতের অন্যতম মহাতাপস, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ, দেবসঙ্ঘের সন্তানদের অতি প্রিয় শ্রীশ্রীবাবা আর ইহ জগতে নেই। স্থূল শরীর ছেড়ে তিনি চলে গেছেন—মহাসমাধি প্রাপ্ত হ'য়ে মিশে গেছেন সেই ব্রহ্মময়ীর সাথে। সে দিনটা ছিল ৬ই জুন '৭৬ রবিবার।

সেদিন ৬ই জুন সমস্ত দিনও রাত্রি শ্রীশ্রীবাবার মহাসমাধি দর্শনের জন্য, শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার জন্য স্থানীয় ও বহিরাগত ভক্তেরদল এসেছিলেন দেবসঙ্ঘের 'কৈবল্য ধামে।' সেই দিনই বৈকাল ৩ টার মধ্যে কলকাতায়—ও অন্যান্য স্থানে তার যোগে সংবাদ পাঠান হয়। কলকাতায় সেই দিনই ঠিক সেই সময়টিতে দেবসঙ্ঘ সন্তানদের শ্রীশ্রীবাবার নির্দেশিত প্রথম পাঠচক্রের উদ্বোধন হচ্ছিল হাজরা রোডস্থিত তপন দা' (রায় চৌধুরী) দের বাড়ীতে। সেদিন সেখানে অনেকেই সমবেত হয়েছিলেন। পাঠ শুরু হবে, এমন সময় ঐ নিদারুন সংবাদ পৌঁছাল। বজ্রাহতের মত সকলেই আর্ত্তনাদ করে উঠল। দেখতে দেখতে অন্যান্য স্থানেও সংবাদ পৌঁছে গেল—নেই, নেই, নেই! সকলেই হতভম্ব। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। সকলেই প্রস্তুত হলেন দেওঘর রওনা হবার জন্য—পরবর্ত্তী ট্রেনেই, যে যেমন অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই রওনা হলেন।

দেবসঙ্ঘের প্রায় অধিকাংশ সন্তান সেই রাত্রেই এসেছিলেন--অশ্রুসিক্ত নয়নে—অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিনম্র শেষ প্রণতি জানাতে তাঁদের প্রিয় 'বাবাকে।' কৈবল্য ধামে সেদিন সমস্ত রাত্রিই শ্রীশ্রীগীতাপাঠ হয়। মধ্যে মধ্যে উপনিষদ ও গুরুস্তোত্র থেকেও পাঠ হচ্ছিল। রাত্রির মধ্যেই 'কৈবল্য ধামে' সামনের বাগানে মহাসমাধি-বেদী রচিত হয়।

ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠল। প্রকৃতি এক নবরূপ ধারণ করল প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে। আগের দিন যে নিদারুন ছায়া নেমে এসেছিল, তা যেন সেদিনের (৭ই জুন) প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী প্রকট হ'য়ে উঠল। দেবসঙ্ঘের আশ্রমাচার্য্য—সকলের প্রিয় 'বাবা' চিরনিদ্রায় শায়িত ছিলেন ঐ কৈবল্য ধামেরই সামনের বড় ঘরটায়। তিনি কি আর কোনদিনই চোখ মেলে চাইবেন না? আর কি কোনদিনই তাঁর সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করবার জন্য বসে থাকবেন না? না না, একথা ভাবতেই পারা যায় না, ভাবতে ইচ্ছাও করে না। তিনি যে স্নেহময় পিতা! তিনি যে তাঁর সন্তানদের ভুলে থাকতে পারেন না! হ্যাঁ। তিনি সব সময়ই থাকবেন তাঁর সন্তানদের কাছে, তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তদের কাছে। তিনি বলেছেন—'যে আমাকে চাইবে, যে আমাকে ভালবাসবে, আমি তার কাছেই থাকবো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এল সেই চরম ও শেষ বিদায়ের ক্ষণটি। শ্রীশ্রীবাবার মরদেহ একটি সুসজ্জিত শয্যায় স্থাপন করে (তার পূর্ব্ব আনুষ্ঠানিক কাজগুলি সেরে নিয়ে) ভক্তগণ বহন করে নিয়ে চললেন শোভাযাত্রা সহকারে। সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল শ্রীগুরুস্তোত্র। সে মহাযাত্রার বিবরণ দেবার ভাষা জানা নেই। সেই সময়কার শ্রীশ্রীবাবার প্রশান্ত মুখচ্ছবি এখনও যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আগের দিনও তো ঐ সময়টিতে উনি বিছানায় বসে চিঠি লেখাচ্ছিলেন। আর আজ (৭ই জুন'৭৬) তিনি ঐ বিছানার উপরই চিরনিদ্রায় শায়িত। আর তো কোনদিনই বলবেন না চিঠিপত্র লিখবার জন্য, আর কোনদিনই কাছে ডাকবেন না; আর তো কোনদিনই শুনতে পাবো না সেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর! না না, এ হতেই পারে না। তিনি যে কাছে কাছেই আছেন; অতি সন্নিকটে আছেন। তিনি মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছেন। সেখান থেকে কোনদিনই তিনি বিচ্যুত হবেন না, সরে যাবেন না।

ধীর শান্ত ভাবে এগিয়ে চলেছে সেই মহাযাত্রা। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছিল সমবেত কণ্ঠের শ্রীগুরুস্তোত্র—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরু শ্রীজগদগুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভুতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ॥

প্রথমে নাট-মন্দিরে নিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবার মরদেহ রাখা হ'ল। সে কি করুণ দৃশ্য! এই তো তিন চার দিন আগেও তিনি নাটমন্দিরে এসে ঘুরে গেলেন, কোথায় কি করতে হ'বে সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে গেলেন। সেদিন দেখেছিলাম, নানা কথার মাঝে কিছুক্ষণের জন্য তিনি হৈমবতী মা'র দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। হয়ত অস্পষ্টস্বরে বলছিলেন—"মাগো, আমি প্রস্তুত।'—আর আজ মনে হ'ল হৈমবতী মা'ই যেন দেখছেন শায়িত শ্রীশ্রীবাবাকে। কি অপরূপ—কি করুণ সে দৃষ্টি! বর্ণনা দেওয়া যায় না সে দৃশ্যের। এরপর মহাযাত্রা আবার নাট-মন্দির ছেড়ে এগিয়ে চলল। একে একে চিন্ময়ধাম, যজ্ঞশালা, প্রজ্ঞাধাম, প্রভৃতি স্থানে স্থাপন করা হ'ল মহাসমাধি মগ্ন শ্রীশ্রীবাবার মরদেহ—যেখানে যেখানে উনি পূর্বে বসতেন বা বিশ্রাম নিতেন। সমস্ত আশ্রম প্রদক্ষিণ হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীবাবার দেহ স্থাপন করা হয় নবনির্মিত সমাধিবেদীর উপর।

কলকাতা থেকে ডঃ রমা চৌধুরী, সঙ্গীতজ্ঞ শ্রী পুর্ণেন্দু রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ দেওঘরে আসেন শ্রীশ্রীবাবার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার জন্য। স্থানীয় করনীবাদ আশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির থেকেও ব্রহ্মচারী ও সাধুগণ এসেছিলেন শ্রদ্ধা জানাতে। সেদিন (১৩ই জুন '৭৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানীয় শতাধিক ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও দক্ষিণাসহ ভোজন করান হয়। এ ছাড়া বহিরাগত ও স্থানীয় বহু লোক সেদিন আশ্রমে প্রসাদ পান। শ্রীশ্রীবাবার অশেষ কৃপায় সব কাজই শৃঙ্খলার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

এরপর শ্রীশ্রীবাবার পুত ভস্মাধার সযত্নে এবং যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গে রক্ষিত হয় কৈবল্যধামের সামনের বড় ঘরে, যেখান থেকে তিনি মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। ৪ঠা জুলাই ('৭৬) সেই পুত ভস্মাধার কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। যাত্রা পথে দেওঘর থেকে শুরু করে প্রতিটি ষ্টেশনে অজস্র ভক্তবৃন্দ সেই পুত ভস্মাধারে শ্রদ্ধার্ঘ জানাবার জন্য সমবেত হন। রেল কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা করেন। শ্রীশ্রীবাবা কলকাতা গেলে যেখানে যেখানে থাকতেন সেই সকল স্থানে পুত ভস্মাধার নিয়ে যাওয়া হয়।

১০ই জুলাই ('৭৬) সন্ধ্যায় পুত ভস্মাধারকে নিয়ে আসা হয় থিয়েটার রোডস্থ 'গঙ্গা-যমুনা' বাড়ীতে, যেখানে শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার পবিত্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই 'গঙ্গা-যমুনা' বাড়ীতে কিছুদিন আগেও শ্রীশ্রীবাবা অবস্থান করে গেছেন মাসাধিককাল ধরে। সেই কয়দিন ঐ 'গঙ্গা-যমুনা' একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। শ্রীশ্রীবাবার অবস্থানকালে তথায় প্রতি-দিনই অগণিত ভক্তের সমাগম হ'ত। সৎসঙ্গ চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা—এক একদিন। আমাদেরই গুরুভগ্নী তারাদির ও তাহার স্বামী জগদীশ বাবুর (সেকসরিয়া) প্রখর দৃষ্টি ছিল, যাতে কারও কোন অসুবিধা না হয় ঐ বাড়ীতে এলে (শ্রীশ্রীবাবা থাকাকালীন)। প্রতিদিন প্রত্যেককে জলযোগে আপ্যায়ন করা ও প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নজর রাখা তারাদি'র আন্তরিকতার পরিচয়ই ফুটে উঠে। তারাদি ও জগদীশ বাবুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ঐ 'গঙ্গা-যমুনা' বাড়ীতে শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার পূজার আয়োজন হয়েছিল।

শ্রীশ্রীগুরু পূর্ণিমার সব আয়োজনই সম্পূর্ণ তারাদি ও জগদীশ বাবুর সুনিপুন ব্যবস্থাপনায়। ১০ই জুলাই সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাবার পূত ভস্মাধারকে সামনে রেখে প্রার্থনানুষ্ঠান হয় এবং পরে অনুষ্ঠানস্থলের চারিদিকে টাঙ্গানো মহাপুরুষ ও দেব দেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় আশ্রমেরই নিয়মানুসারে। পরদিন ১১ই জুলাই (৭৬) শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা। অন্যান্য বৎসর এই উৎসবানুষ্ঠান হত শ্রীশ্রীবাবাকে সামনে রেখে। আর এবার সকলেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন শ্রীশ্রীবাবার উদ্দেশ্যে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করতে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করতে। এসেছিলেন যে যেখানে আছেন শ্রীশ্রীবাবার সন্তান, গুণমুগ্ধ-ভক্ত, সকলেই। শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার অনুষ্ঠানে ইতিপূর্ব্বে এত ভক্তের সমাগম আর হয়নি। শ্রীশ্রীবাবা বলেছিলেন যে, তিনি এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসমাধি বেদী (কৈবল্যধাম)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। সত্য সত্যই তিনি সূক্ষ্ম-শরীরে উপস্থিত থেকে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। অনেকেই এটা উপলব্ধি করে পুলকিত হয়েছেন, ধন্য মেনেছেন নিজেকে, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নত হয়েছে সকলের। বৈকালে আশ্রম সন্তানগণ সকলে গিয়ে গঙ্গাবক্ষে শ্রীশ্রীবাবার পুত ভস্ম বিসর্জ্জন দিয়ে আসেন।

এরপর শ্রীশ্রীবাবার পুত ভস্মাধার কোন্নগরস্থিত আমাদের শাখা-আশ্রমে রক্ষিত হয় এবং সেখানে যথানিয়মে শ্রীশ্রীবাবার সেবাযত্ন চলতে থাকে। ১৮ই জুলাই সেখানে বিশেষভাবে শ্রীশ্রীবাবার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার ব্যবস্থা হয়। এখানেও বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়িস্থ দেবসঙ্ঘ আশ্রমে—২৬। শ্রীশ্রীবাবার পুত ভস্মাধার শ্রদ্ধার সঙ্গে অশ্রুঅর্ঘ্য দিয়ে বরণ করে নেন। পরদিন (১৫শে) স্থানীয় টাউন-হলে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়ে ছিল। এখানেও অগনিত ভক্তবৃন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন শ্রীশ্রীবাবার পূতভস্মাধারে।

এখন শ্রীশ্রীবাবার পূত-ভস্মাধার সযত্নে রক্ষিত আছে দেওঘরের দেবসঙ্ঘে, কোন্নগর ও জলপাইগুড়ির আশ্রমে। সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে পূজা ভোগ নিবেদন ইত্যাদি যথানিয়মে চলছে। দেওঘরস্থিত আশ্রমে মহাসমাধি বেদীর নির্ম্মাণ কার্য্য চলছে। আমাদের একান্ত আশা এই বেদীর উদ্‌ঘাটন হবে আগামী ২৭শে মার্চ—শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মা'র পূজার পূর্ব্বদিন। আমাদের কাতর প্রার্থনা তাঁর রাতুল শ্রীচরণে—তাঁর কাজ তিনিই যেন সুষ্ঠুভাবে সব করিয়ে নেন। তিনি যেন আমাদের ঠিক ঠিক পথে চালিত করে নিয়ে চলেন।

নমো নমস্তে, নমো নমস্তে।

গুরু কৃপাহি কেবলম্

গুরু কৃপাহি কেবলম্

॥ ওঁ শান্তিঃ হরি ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবসঙ্ঘ প্রকাশণী

শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ রচিত

বাংলা	মূল্য	বাঁধান
পাথেয় (১ম খণ্ড)	৫০০	৬.০০
পাথেয় (২য় খণ্ড)	৫০০	৬.০০
পাথেয় (৩য় খণ্ড)	৫০০	৬.০০
মন্ত্র ও পূজা রহস্য	৪০০	৫.০০
প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা	১২৫	১.৭৫
সত্যের পথ বা আমি'র সন্ধান	১২৫	১.৭৫
হৈমবতী দর্শন	২.২৫	৩.০০
নবদুর্গা কে ?	০.৮০	
দশ মহাবিদ্যা কে ?	০.৮০	
সাধনার গৃহে (প্রথম খণ্ড)	৪.০০	৫.০০
ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব	৩.০০	৪.০০
চিঠিতে সাধনা ও উপলব্ধির কথা	৩.০০	৪.০০
আশার বাণী	০১৫	

हिन्दी	मूल्य	
मन्त्र और पूजा रहस्य	४.००	
साधन गृह में (प्रथम खण्ड)	५.००	६.००
प्रतिमा में प्राण-प्रतिष्ठा	१.२५	
हैमवती दर्शन	२.५०	
नवदुर्गा कौन ?	०.७५	
दशमहाविद्या कौन	०.८०	
सत्य का पथ या 'मैं कौन हूँ' का अनुसन्धान	१.२५	
आशा की वाणी	०.१५	

ENGLISH

Way to Truth or Quest of the Self.

Worship of the Bharat-mata

Message of Encouragement

শ্রীবাসন্তী দেবী রচিত

শ্রীগুরুলাভ ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শন — ৩.০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थं भिक्षां देहि मे पार्व्वति

ॐ रक्तां विचित्रवसनां नवचन्द्रचूड़ाम्
अन्नप्रदाननिरतां स्नेहभारनम्राम् ।
नृत्यन्तमिन्दुशकलाभरणं बिलोक्य
हृष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीम् ॥

जो रक्तवर्णा, विचित्र वसन धारण किये हैं, जिनकी चूड़ा में नव-चन्द्रकला शोभायमान है, जो अन्नदान में निरत और स्नेहभार से अवनत हैं एवं चन्द्रशेखर महादेव को नृत्य करते देखकर जो आनन्दित हैं, उन भवदुःखहारिणी भगवती का भजन करते हैं।

अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदम्बिके ।
तच्चारुचरणे भक्तिं देहि दीनदयामयि ॥

जगदम्बिका अन्नपूर्णा को हम प्रणाम करते हैं। हे दीनदयामयी! अपने श्रीपादपद्मों पर हमें अवनत होने दो।

नित्यानन्दकरी बराभयकरी सौन्दर्य्यरत्नाकरी
निर्धुताखिलघोर पावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी ।
प्रालेयाचलवंश-पावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥

तुम नित्यानन्दकारिणी, वर और अभयप्रदायिनी, सौन्दर्य की आकर-स्वरूपा हो। जगत् के सब पापों को छुड़ाकर तुम जीव को पवित्र करती हो। तुम साक्षात् माहेश्वरी, हिमालय वंश की पवित्र-कारिणी, काशीपुर की अधीश्वरी एवं कृपामयी जननी अन्नपूर्णा हो। तुम मुझे ज्ञान वैराग्य की भिक्षा दो।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्म्मैकनिष्ठाकरी
चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी।
सर्वैश्वर्य्यसमस्तबाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥

तुम योगानन्ददायिनी, शत्रुविनाशिनी, धर्म्म में पूर्ण विश्वास और श्रद्धादायिनी हो। चन्द्र-सूर्य और अग्नि भासमान तरंगों की तरह तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं, तुम त्रिभुवनपालिनी, समस्त ऐश्वर्यदायिनी और मनोरथ पूर्णकारिणी, काशीपुर की ईश्वरी कृपामयी माता अन्नपूर्णा हो। तुम मुझे ज्ञान वैराग्य की भिक्षा दान करो।

कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करी॥
कौमारी निगमार्थ गोचरकरी उङ्कार-बीजाक्षरी।
मोक्षद्वार-कपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥

तुम कैलाशगिरि-गहवरवासिनी, गौरी, उमा, शंकरी, कौमारी, वेद का अर्थ प्रकाशकारिणी, ॐकार बीजरूपिनी, मोक्षद्वार के कपाट उन्मोचनकारिणी, काशीपुर की ईश्वरी माता अन्नपूर्णा हो। तुम हमें भिक्षा दो।

दृश्यादृश्य-प्रभूतवाहनकरी ब्रह्माण्डभान्डोदरी
लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञान-दीपांकुरी।
श्रीविश्वेश-मनःप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥

तुमने समस्त दृश्यादृश्य वस्तु को रचकर विश्वब्रह्माण्ड को अपने में धारण कर रखा है। तुम विश्वलीलारूप नाटक का अवसान करती हो। भक्तों के हृदय में विज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करके तुम विश्वेश्वर के चित्त को तृप्तिदान करती हो। काशीपुर की ईश्वरी, कृपामयी माता अन्नपूर्णा! तुम हमें ज्ञान, वैराग्य की भिक्षा दो।

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मे पार्व्वति।

हे शंकरी, अन्नपूर्णेश्वरी माँ! तुममें कभी किसी वस्तु का न तो अभाव है और न तो अभाव हो सकता है। इसी से ज्ञान, वैराग्य एवं आत्मलाभरूप-सिद्धिकामी हम आज भिखारी के रूप में तुम्हारे द्वार पर आये हुए हैं। हे पार्वति! तुम हमें आत्मज्ञान को भिक्षा देकर इस ज्वालामय संसारसमुद्र से उद्धार करो एवं हमारा जन्म-जीवन सार्थक करो।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

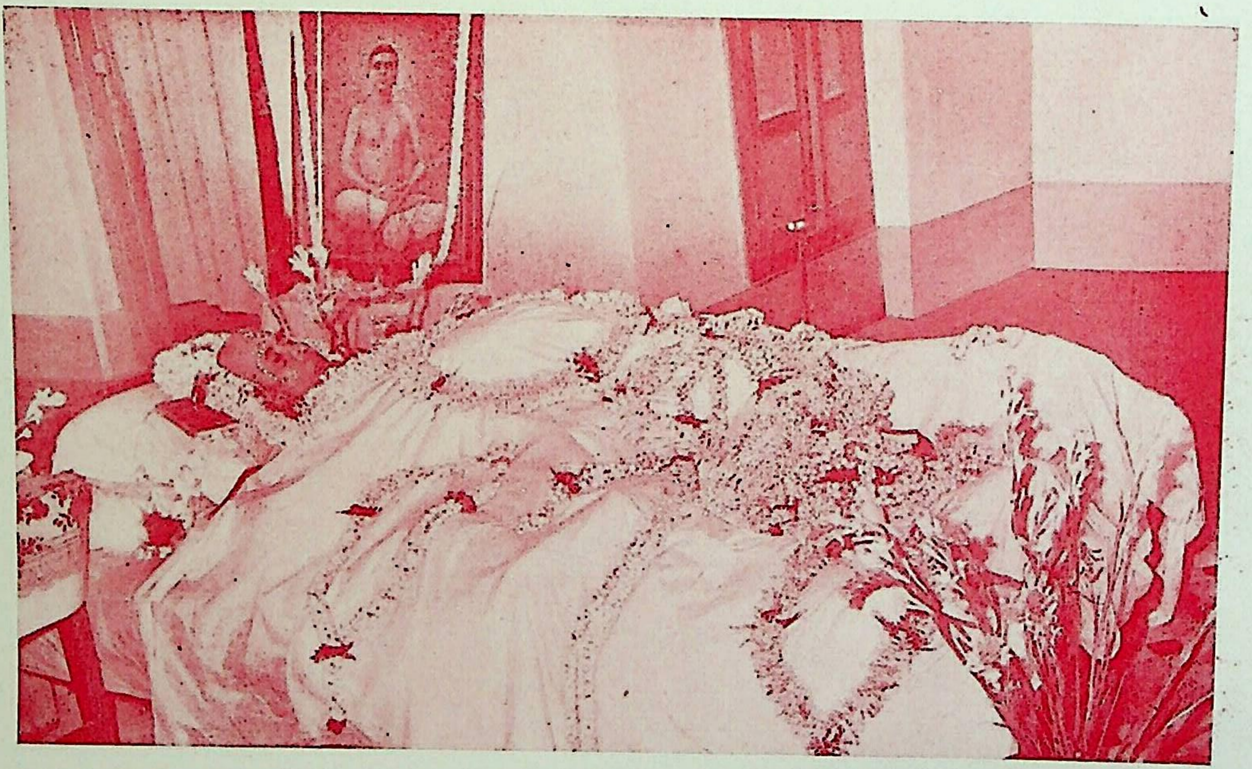

মহাসমাধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम्

डक्टर रमा चतुर्धुरीणा रचितम्

नमामि पितरं विश्वधातारं
कोटि भक्त पातारम् ।
गर्वं जेतारं सर्वं कर्तारं
नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम् ॥ ॥१॥

नमामि साधकं बाधा बाधकं ।
प्रसन्न प्रदीप्त पावकम् ।
धरणी धारकं तरणी तारकं
नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम् ॥ ॥२॥

नमामि तापसं प्रकृष्ट प्रकाशं
सहस्र रश्मि ह्रासनम् ।
तमिस्र विनाशं तापन विकाशं
नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम् ॥ ॥३॥

नमामि गुरुवरं शाश्वतं सत्य चरं
सारात्सार परात्परम् ।
पूर्णानन्दधरं माया मोह हरं
नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम् ॥ ॥४॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

नमामि मुनिपरं पूर्णप्रज्ञाभरं
काम क्रोध हारकम् ।
स्नेह प्रेम झरं हिंसा द्वेष शरं
नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम् ॥ ॥५॥

नमामि कोमलं कमनीय कमलं
करुणा वरुणालय रूपम् ।
दीनैकशरणं हीनैकभरणं
नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम् ॥ ॥६॥

नमामि प्रियतमं प्राणेश्वर समं
वरणीय वीर बान्धवम् ।
प्राण प्रदीपं प्रीति प्रतीकं
नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम् ॥ ॥७॥

नमामि सुन्दरं वाणी वन्दनं
मञ्जु माधुरी कुञ्जम् ।
पुष्पांजलि पुञ्जं मधुपायि गुञ्ज
नमामि श्रीनरेन्द्र नाथम् ॥ ॥८॥
॥ ॐ शान्तिः शान्ति हरि ॐ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ भावानुवाद ॥

जिन्होंने, सम्पूर्ण विश्व की पितृवत् रक्षा की है, जिन्होंने कोटि-कोटि भक्तों का पालन किया है, जिन्होंने सभी दम्भी पुरुषों के गर्व खर्वित किये हैं जिन्होंने अपने प्रीति-मैत्री-सेवा-त्याग के द्वारा, सबों के हृदय को खरीद लिया है, उन पुण्यश्लोक, धन्यजीवन, अनन्यचरित्र, साधकप्रवर श्रीश्री बाबा नरेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी महाराज को बार बार प्रणाम है।

जो हमलोगों के झड़झंझा-संकुल दुःसह-दुर्गत जीवन की सभी बाधाओं को पूर्णरूप से नष्ट करते हैं, जो प्रसन्न, प्रदीप्त पावक की तरह ज्योतिर्मय होकर उद्भाषित होते रहते हैं, जो सम्पूर्ण पृथ्वी को धारण करके विद्यमान हैं, जो हमलोगों की जीवन-नौका को शुभ-सुन्दर रास्ते से संचालित करते हैं, जो दुस्तर संसार-सागर को नित्य ही तैर जाते हैं, उन्हीं अनन्त सौन्दर्य, असीम माधुर्य, अपरिसीम ऐश्वर्यधाम, साधकप्रवर श्रीश्री बाबा नरेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी महाराज को, बार बार प्रणाम है।

जो उत्तमरूप से, सबों के नजदीक, अपने को प्रगट करते हैं, जिन्होंने सहस्ररश्मि सूर्य को भी अपनी अतुल्य स्वर्णमयी कान्ति से, म्लान कर दिया है, जो समस्त अन्धकार को नष्ट करते हैं, जो अद्भुत आभा से दीपित रहते हैं, जो विश्व ब्रह्माण्ड के समग्र क्लेश-क्लेद को नष्ट करते हैं, उन्हीं आनन्दामृत-आलोक के स्रोत, तापसप्रवर श्रीश्री बाबा नरेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी महाराज को बार बार प्रणाम है।

जो हर-हमेशा शाश्वत सत्य पथ पर विचरण करते हैं, जो तत्व के भी तत्व परमात्मस्वरूप हैं, जो पूर्णानन्द को अपते अधीनस्थ बनाकर विराजमान हैं, जिन्होंने बद्ध प्राणियों के माया-मोह को अपहृत कर लिया है, उन्हीं सत्यं शिवं सुन्दरं के चारक-कारक-धारक, साधकप्रवर श्रीश्री बाबा नरेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी महाराज को बार बार प्रणाम है।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

जो पूर्णप्रज्ञा की गुरुता से गौरवान्वित हैं, जो सबों के काम-क्रोध-लोभ तथा मोह-मद-मत्सर-रूप षटशत्रुओं का संहार करते हैं, जो सबों को स्नेह-प्रेम की निर्झरिणी के द्वारा स्निग्ध-शीतल करते रहते हैं, जो हिंसा-द्वेषादिकों को, वाणी की तरह, छिन्न-विछिन्न कर देते हैं, उन्हीं मुनिश्रेष्ठ श्रीश्री बाबा नरेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी महाराज को बार बार प्रणाम है।

जो कमनीय कमल की तरह, निरन्तर शोभा पाते हैं, जो करुणा सागर की तरह, जागतिक पापों का हरण करते हैं, जो अकिञ्चन लोगों के लिये एकमात्र आश्रयस्थल की तरह हैं तथा जो रिक्तहस्त पुरुषों के भी एकमात्र भरण-पोषण कर्त्ता हैं, उन्हीं मञ्जुलमूर्त्ति साधकप्रवर श्रीश्री बाबा नरेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी महाराज को बार बार प्रणाम है।

जो हमसबों के प्राणनाथप्रतिम बनकर, दीप्तिमान हो, रह रहे हैं जो समस्त संसार के लिये वरणीय, वीरबंधु की तरह पूजनीय हैं, जो प्रतिदिन प्राण-प्रदीप-तुल्य बनकर शोभा पा रहे हैं, जो प्रेम पूर्ण प्रतीक रूप में सबों को तृप्ति प्रदान करते हैं, उन्हीं श्रेष्ठतम साधकप्रवर श्रीश्री बाबा नरेन्द्रनाथ ब्रह्मचारी महाराज को वारंवार प्रणाम है।

जो श्रीवाग्देवी की मूर्त्तवन्दनारूप से, सबों को सुमधुर भाषणों के द्वारा मोहित करते हैं, जो अनुपम माधुर्य के मधुवन की नाईं, चारो दिशाओं में, सुरभियों का विस्तार करते हैं, जो भ्रमरों की मधुर गूंज की तरह, सांसारिक प्राणियों को तृप्ति प्रदान करते हैं उन्हीं परमसुन्दर श्रीश्री बाबा नरेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी महाराज को बार बार प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। ॐ शान्तिः शान्तिः हरिः ॐ ॥

—०—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

मा अन्नपूर्णा दर्शन

श्रीश्रीबाबा

देखना, अनेक प्रकार का होता है। नेत्र से देखना, मन से देखना तथा हृदय से देखना। नेत्र और मन से प्रायः सभी देखा करते हैं। मगर, हृदय - लेकर देखने वाला विरला ही कोई होता है।

एक ही गंगा नदी को तुमलोग विविध प्रकार से देखा करते हो—कोई तो देखते हो कि गंगा एक नदी है जिसका जल बहुधा अपरिष्कृत रहता है। पानी के मटमैले होने पर भी उसमें स्टीमर और नौका चलाकर व्यापार करने की सुविधा विद्यमान रहती है। इसके मटमैले जल में स्नान करने से कपड़े मैले होते हैं, अपरिष्कृत पानी पीने से रोग होता है।

कोई देखते हो गंगा सद्यः पातक-संहंत्री है, सद्यः दुःख-विनाशिनी है। इस गंगा-जल में स्नान अथवा इसके स्पर्श करने से, जीवन के सैकड़ों कष्ट एवं पाप नष्ट होंगे। परिणाम में, सुख तथा मोक्ष मिलेंगे। इसलिये, उस गंगा स्नान की अभिलाषा से प्रतिदिन तथा विशेष-विशेष तिथियों में लाखोंलाख लोग दूर-दूर से, सुख तथा मोक्ष देने वाली गंगा में अवगाहन करके, त्रिताप ज्वाला से मुक्ति पाने के लिये टूट पड़ते हैं। पुनः कोई-कोई देखते हो – 'गंगा-यमुना विगलित करुणा'। प्रेममय भगवान ही 'गंगा-यमुना' नाम धारण करके, करुणा से आप्लावित होकर, प्रवहमान हो रहा है। गंगा-यमुना भगवान की ही, स्नेहा-विभूत वास्तविक मूर्त्तियाँ हैं। भगवान ही अरूप से रूपवान, भावातीत से भावमय बनकर, करुणा की स्रोतस्विनी के रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। यह केवल सामान्य जल नहीं अपितु प्रेममय भगवान की ही करुणा रसमूर्त्ति है।

इस प्रकार, एक ही गंगा को, तुमलोग विभिन्न रूपों में साक्षात्कार करके, अपने-अपने मनःकांक्षित फलों को प्राप्त करते हो। कोई कोई व्यापार करके अर्थवान् बनते हो, कोई अपने आन्तरिक (मनो) राज्य में, एक दिव्य चेतना का संधान पाते हो। जो मटमैले पानी देखकर उसमें वाणिज्य-पोत चलाते हो उसे भी गंगा नहीं कहती कि 'तुम मुझे केवल एक सामान्य नदी समझते हो, मैं तुम्हें अपनी छाती के ऊपर से नौका नहीं चलाने दूंगी। सुतरां, जो साधक आन्तरिक (मनो) राज्य की दिव्य चेतना में उद्‌बुद्ध होकर, गंगा को सुखदा एवं मोक्षदा के रूप में देखता है उसके हृदय को, यह पवित्रता एवं प्रेम से अभिषिक्त कर देती है। यह दैहिक तृष्णा के लिये यदि सुमधुर पेय है तो हृदय की प्यास के लिये, शांति प्रदायिनी करुणा की स्रोतस्विनी। पुनः दैवी भावापन्न साधक के निमित्त तो यह विगलित करुणा-रस-मूर्त्ति ही है। साधक लोग देखते हैं कि इसका पानी, केवल पानी ही नहीं है वरन् यह तो

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

चिन्मयी (शक्ति) की एक स्थूल अभिव्यक्ति भी है। इसी कारण से वे लोग बोलने लगते हैं—आपो पुनन्तु मैनसः, 'उशतीरिव मातरः'— स्नेहमयी माता की नाईं, तुम मेरे समस्त पापों को नष्ट करके शुद्ध करो, निर्मल करो, निष्पाप करो। यही कारण है कि वे लोग बोल दिया करते हैं 'भद्राय भद्रानन्दाय नमस्ते जल! चिन्मय!! जो ज्ञानमय शिव हैं वे ही चिन्मय जल हैं। मानस के उर्ध्वलोक में यही साक्षात्कृत होते हैं। ज्ञानमय शिव की अष्टमूर्त्तियों के बीच, चिदात्मक जल भी एक मूर्ति है। इसलिये उस जल को देखकर साधक लोग बोल देते हैं—"विगलित करुणा गंगा-यमुना"।

मा अन्नपूर्णा के दर्शन करने के निमित्त आकर के भी तुम विविध लोग, विभिन्न विधियों से दर्शन करते हो। कोई देखते हो कि माता अन्नपूर्णा के निकट, शिवजी अन्न की भिक्षा चाहते हैं। शिवजी श्मशान-श्मशान में विद्यमान रहते हैं, भूत-प्रेतों के संग, उनकी क्रीड़ा चलती है। वे वैसा अन्न कहाँ पायेंगे, इसीलिये, बुभुक्षित होकर ही माता के समीप भिक्षा लेने आते हैं। मा भी उन्हें प्रसन्नचित्त से अन्न प्रदान करती हैं जब भी वे आते हैं। इस प्रकार की जो धैर्य एवं करुणा की मूर्त्ति मा उसकी ही हमलोग पूजा एवं प्रणति करते हैं। मा, जब तुम श्मशान-निवासी शिव को भी अन्न प्रदान करने वाली हो, तब हमलोगों को भी तुम अन्नदान दोगी ही इसमें संदेह नहीं। अन्नपूर्णा तुम्हारा ही नाम है, तुम प्रसन्ना बनो, हमलोगों को पर्याप्त अन्न दो। ये ही भाव-विवर्जित, शुद्धभावापन्न व्यक्तियों के दर्शन हैं। यहाँ पर हृदय का कुछ भी उपयोग नहीं।

कोई देखते हो यह माता, इस विश्व को सुन्दर साज से सज्जित कर, हमलोगों की क्षुधा का चतुर्विध अन्नों के द्वारा तृप्ति-विधान करती है। चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय—इन चतुर्विध रसों की, एकमात्र स्वामिनी, यही मा अन्नपूर्णा है। वह निर्गुणमयी है कि सगुणमयी—यह नहीं जानते फिर भी, वह बुभुक्षित को अन्न पिपासाकुल को पानी प्रदान करके, प्राणियों की प्राणरक्षा करती है। स्वयं शिव भी इसके समीप, अन्नमयी भिक्षा चाहते हैं। इसीलिये माता की पूजा करने से, हमलोगों के सदा संतति-समूह को अन्न-वस्त्र का अभाव नहीं होगा। 'बुभुक्षानलतप्तानां पुत्राणां हर दुर्गतिम्'— बोलकर प्रार्थना करते हो मा के रञ्जित चरणों में। इस प्रकार के दर्शन के साथ मन का संयोग है लेकिन हृदय का संयोग यहाँ भी नहीं है।

कोई देखते हो, यह विश्व भी उसका ही रूप है। चिन्मयी प्रकृति, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों के लिए अन्नरूप में परिणत होकर, जीव को तृप्ति देती है। एक विराट ईश्वरीय शक्ति, इस विश्व की अधिष्ठात्री है। यह एकमात्र अधीश्वरी शक्ति ही नहीं है प्रत्युत विश्वव्यापक वैचित्र्य को धारण कर, नाना रूप, वर्ण एवं गन्ध में जीव और जगत् के पञ्चकोषों की आनन्ददायिनी आकृति लेकर विद्यमान है।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर में व्याप्त होकर, वह शब्द स्पर्श रूप रसादि विविध माध्यमों के द्वारा तृप्ति प्रदान करती है। वह जिस प्रकार भूख में अन्न, प्यास में पानी है वैसे ही मन के लिये संकल्प, बुद्धि के लिये धी और प्राणों के लिये प्राण है। तब, साधक अपने भीतर तथा बाहर में इसे अधिष्ठित पाकर, ध्यान निमग्न हो, बोल सकता है—'मा'! तुम रक्तवर्णा, अर्थात् रजोगुण सम्पन्ना, क्रियाशील ऐश शक्ति हो। क्या अपूर्व तुमने परिधान धारण कर रक्खा है अर्थात् सम्पूर्ण जगत् की विचित्रता, तुम्हारे अगों के आभूषण के रूप में सुशोभित हो रही है। तुमने नवीन चन्द्रमा को धारण किया है अर्थात् अव्यक्त प्रकृति की होकर भी तुम हमलोगों के मन में, मनोमय स्थूल मूर्त्ति में आकर प्रगटित होती हो। यह विश्व ही तुम्हारा मनोमय स्थूल रूप है। इस स्थूल रूप को और भी स्पष्ट रीति से समझाने के लिए तुमने धारण किया है इस पूजा-विधान में मिट्टी का रूप। विश्व की विचित्रता के केन्द्र तुल्य, तुम्हारा यह स्थूल मातृरूप, मेरे मन के द्वार पर आकर, उपस्थित हुआ मृन्मयी प्रतिमा के रुप में चिन्मयी शक्ति। सम्मुख (प्रत्यक्ष) में, तुम चिन्मयी मूर्त्तिमती माता, किन्तु चारों दिशाओं में, तुम विश्व की सम्पूर्ण विचित्रताओं से सज्जित विग्रहवती माता हो। परिवर्त्तन शीलता के क्रम में, तुम नित्य-नवीन सज्जाओं में लीलायित होती हो। फिर अन्नदान के क्रम में स्नेहानत, स्तनभारविनता। तुम कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल तक अवतरित हुई हो, हमलोगों के तन-मन की संतृप्ति के लिए। भूख में तुम चारों प्रकार के अन्न बनकर संतृप्ति देती हो युग-युग के लिए। और, फिर तुम्हीं हो आँखों की दृष्टि-शक्ति, मन की मनन-शक्ति। ऋषि बंकिमचन्द्र ने, तुम्हारे इस चिन्मय रूप का स्पर्श पाकर ही गाया था—'बाहुओं में, तुम्ही हे मा! बल हो, हृदय में तुम्हीं हे मा! सुजला, सुफला, शस्य श्यामला हो। इस प्रकार, भीतरी दुनिया के लिए भी, तुम्हीं शक्ति, भक्ति एवं मुक्ति हो। तुम्हारे इस दिव्य रूपात्मक प्रकाश को जिसने देखा है वह निमग्न हो चुका है नितान्त सविकल्प समाधि में, तुम्हारी स्नेहपूर्ण अमृतमयी गोद में। जिस साधक ने तुमको ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण में, महेश्वरी के रूप में देखा है; जिस साधक ने तुमको ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोषों की अधीश्वरी के रूप में देखा है, अनुभव किया है, वही आनन्द से परिपूर्ण हुआ है।

क्या बाहर क्या भीतर, उसको अभाव-बोध कहीं भी नहीं होता। इस प्रकार की जो भगवती है; वही सांसारिक दुःखों से छुटकारा दिला सकती है। इसीलिए तुमलोग—'भजे भगवतीं भव दुःखहन्त्रीम्', भव दुःखहन्त्रीं मम दुःखहन्त्रीम्—बोलकर अपनी मा के चरणों में प्रणत होते हो।

फिर, कोई-कोई साधक देखता है कि मैं ही अन्न हूँ, मृत्युञ्जय महाकाल महेश्वर गुरु रूप में मुझे ही भिक्षा चाहते हैं अपनी प्रकृति अन्नपूर्णा से! युग-युग और जन्म-जन्मान्तर से मैं पीड़ित होता हूँ काल के तप्त कराह में। जन्म-मृत्यु के आवर्त्तन-विवर्त्तनों के द्वारा, जितने दिनों तक, प्रकृति का अधीन मै बना रहूँगा

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

उतने दिनों तक, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होता रहेगा—'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।'

यह जन्म और मरण की अपरिहार्य गति है। इसके हाथों से बचने का केवल एक ही उपाय है, जिस उपाय के सम्बन्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था 'मामुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते ।'

मुझे प्राप्त होने पर, मेरे निमित्त ही पूर्ण समर्पितात्मा बन जाने पर, फिर जन्म एवं मृत्यु की चक्की में, घिसने-पिसाने की नौबत ही नहीं आती। वे ही गोपीनाथ मदन - मोहन भगवान् श्री कृष्ण बिराट रूप में, अपनी प्रकृति से कहते हैं—'हे प्रकृति ! बहुत युगों तक, तुमने इस संतान को लेकर खेल किया है।

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥

तुम ही विराट प्रकृति हो तथा असंख्य जीव-जगत का पिता एक मात्र मैं ही हूँ। मेरे ही निर्देश और संकेत से, तुम परिचालित होती हो। मैंने ही लीला का वशवर्त्ती होकर, माया स्वरूपा अपनी प्रकृति के रूप में, तुम्हारी सर्जना की है। नाना भावों, नाना रूपों का बीज या आधार मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हारे गर्भ से जीव-जगत की सृष्टि की है। फिर, मैं माँगता हूँ तुमसे, महाकाल महेश्वर के रूप में, अपनी मोक्षाकांक्षी संततियों का मुक्ति-दान। खेलने की तमन्ना पूरी हो गयी है मेरे और तुम्हारे मुक्तिकामी पुत्रों की। तुम्हारे लीला-नाटक का पर्दा गिर जाय यही पर। कितने ही तुम्हारे पुत्र अवशिष्ट हैं लीला-सहचर के रूप में। दो इस पुत्र को, दो इस मुमुक्षु पुत्र को, मुझे भिक्षा दो। काल से परे, कैवल्यधाम में होगी इसकी गति। इसलिए, तुम्हारे मुख की ओर देखकर, यह मोक्षाभिलाषी पुत्र कातर प्राण बनकर प्रार्थना करता है

ब्रह्माण्ड - भाण्डोदरी, लीलानाटकसूत्रभेदनकरी, विज्ञान - दीपाङ्कुरी।
मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी, काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी, मातान्नपूर्णेश्वरी !

आर्त्त, भीत, संसार-ताप-संतप्त, काल-कवलित, यह मोक्षाभिलाषी पुत्र पुकार करता है 'मा मा' बोलकर। यह चाहता नहीं है तुम्हारा धन, यह चाहता नहीं है तुम्हारा वैभव। चाहता नहीं आयु, चाहता नहीं है मान। खतम हो गयी है इसकी भोगेच्छा, पूर्ण हो गयी है इसकी समस्त कामना - वासना। समझ लिया है इसने कि जितने दिनों तक रहेगा यह प्रकृति के अधीन, उतने ही दिनों तक होना होगा इसे पीड़ित, जरा, मरण तथा काल के गालों के द्वारा। विश्वेश्वरी तुम हो; तुम्हारे असंख्य लोकों के अनन्त वैभवों को न्यौछावर कर देने के बाद भी इसका दुःखत्रय से त्राण पाने का कोई उपाय नहीं। हो

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

सकता है तुम्हारे आशीर्वाद से यह राज-राजेश्वर। किन्तु, मृत्यु-मुख से त्राण पायगा नहीं तुम्हारे मायामय अंक में बैठकर। इसीलिए, यह मोक्षाभिलाषी तुम्हारा पुत्र चाहता है काल से भी परे कैवल्यलोक में जाने के लिए। मैं, तुम्हारे इस मुक्तिकामी पुत्र को ही, महाकाल महेश्वर गुरु-रूप में, भिक्षा चाहता हूँ। अमृताभ्यर्थी यह पुत्र—तुम्हारे तो बच्चे हैं और भी लाखो लाख पुत्र भोगाभिनय के निमित्त। खोल दो द्वार, मोक्ष के कपाट का कर दो उन्मोचन। तुम्हारे लीला-नाटकों का हो जाय यहीं पर पटाक्षेप।

पिता महाकाल महेश्वर और माता महेश्वरी का यह लीलाभिनय देखकर, कैवल्यकामी मुमुक्षु साधक, कभी तो हँसता है कभी रोता है और कभी आर्त्तनाद करता है। प्रिय साधक, प्रिय पाठक! समझोगे क्या, मुमुक्षु साधकों के इस गूढ़ रहस्य को? अगर, समझ सको, तो आचार्य शंकर के स्वर-से-स्वर मिलाकर उदात्त कण्ठ से गाओगे:—

दृश्यादृश्यप्रभूत - वाहनकरी, ब्रह्माण्डभाण्डोदरी
लीलानाटकसूत्र - भेदनकरी, विज्ञानदीपांकुरी
श्रीविश्वेशमनः प्रसादनकरी, काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी, मातान्नपूर्णेश्वरी॥
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे!
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्व्वति!
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With blessings from Sri Sri Gurudev

The East Indian Mica Works

Manufacturers and exporters of Mica Blocks, Splittings, Discs, Plates etc.

Shyam Sundar Bagaria

Representative In India
OF
Messrs. Papeteries Bollore,
83, Boulevard Exelmans, 75016 *PARIS*
Producers and Suppliers of Capacitors paper and polypropelene films
AND
Messrs. Robert Victor Nehera Ltd.
CH-8082 Kreuzlingen SWITZERLAND
producers and suppliers of Aluminium Condenser Foils.

Prakash Mica Mills

Producers and suppliers of Pure Mica Powder.

Grams:—
"GURUKRIPA"
Pachamba & Calcutta

P. O. Pachamba—815316
Dist. Ciridih, Bihar.

Phones:—
Giridih
65 & 365

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments Of

Mesrs Vijay Kumar Vineet Kumar

Manufacturers of :—

Stand oil, Boiled oil, Refined Linseed oil,
Castor oil, Fatty acids, Ester Gum,
Alkyd Resin & other refined and processed oils.

Office :— **Swaika House, 25B, Shakespeare Sarani, Calcutta—17**
Factory :— **243A, Manicktolla Main Road, Calcutta—54**
Cable :— VEGOIL, Calcutta. *Telex* : 021-7887
Phone :—44-8270, 44-7064

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

गुरोर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरुः ।
गुरुर्माता नमस्तेऽस्तु मातृगुरुं नमाम्यहम् ॥

Dalmia Magnesite Corporation

SALEM—5
TAMIL NADU

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया ।
चक्षु रुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

Super Trading Corporation

7, Rabindra Sarani

(3rd Floor)

C A L C U T TA—7000 005

Phone : 55-3438

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best
Compliments Of

India Commerce Corporation

4, SYNAGOGUE STREET.
C A L C U T T A–700 001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best
Compliments Of

Gram : NEATPACK

PHONE : Office : 35-4775
Works : 35-5275

Central Card Beard Box Mfg. CO.

Specialists in : Corrugated Inner Packing
25, Dr. Kartick Bose Street, Calcutta—700 009

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best
Compliments Of

DUDNATH COMMERCIAL LTD.

37, STRAND ROAD,

CALCUTTA–700 001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

God bestows love and affection on us and helps us in all possible manner like a brother or a close relation. He is creator of this whole universe ; and is omniscient, knows all being and all worlds. In Him, the Rishis and the learned obtain real blish of salvation and move about at will.

—**Yajurveda : 32/10**

DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED,

Dalmiapuram—621651

Head Office 4—SCINDIA HOUSE. NEW DELHI-110001

Manufacturers of **ROCKFORT** Brand Quality Cement.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

WITH PROFOUND REGARDS TO SRI SRI BABA

From

Technoperfect (India)

Technoenterprises (India)

Technoimpex (India)

11, Pollock Street, Calcutta—1.

Phone : 22-5884 Gram : SEESEEMPEE

22, Errabalu Chetty Street, MADRAS—1.

Phon : 28969

Technoexpert (India)

Shastri Nagar, DHANBAD.

Phone : 3978

RESPECTFUL REGARDS AND HOMAGE TO SRI SRI GURUDEV

From

Basudeo Jugalkishore

Crafts & Products (India)

15, Narmal Lohia Lane, Calcutta—7

Jugalkishore KrishnaKumar

Bis-nu Chem (India) Pvt. L. T. D.

13, India Exchange Place, Calcutta—1

Perfect Proofing & Industries

6, Duffer Street. Liluah, Howrah.

&

Periwal Family

Phones : 22-9958, 55-4406

Grams : Gurukripa—Cal. & Agekadam—Cal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments Of

East Coast Packaging Limited.

Manufacturers Of :

SPECIALITY JUTE BAGS. POLYTHENE FILM & BAGS, WATERPROOF PAPERS

Calcutta Office :
25. Dr. Kartick Bose Street
CALCUTTA-700 009
Phone : 35-4775
Gram : NEATPACK

Registered Office & Factory :
A-11, INDUSTRIAL ESTATE
VISAKHAPATNAM-530 007
(A. P.)
Phone : 5263 & 3153
Gram : NEATPACK

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

with the best Compliments of

Sankar Pharmacy

Chemist & Druggist

4. BHUPEN BOSE AVENUE

CALCUTTA—700 004

Phone : 54-3264 Res. 55-0277

With the Compliments of

Dibya Darshan Press

P. O. DEV-SANGHA

Deoghar (S. P.) Bihar

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

अ[illegible]म संप्राप्त - कर्म्मबन्ध विदाहिने
आत्मज्ञान - प्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

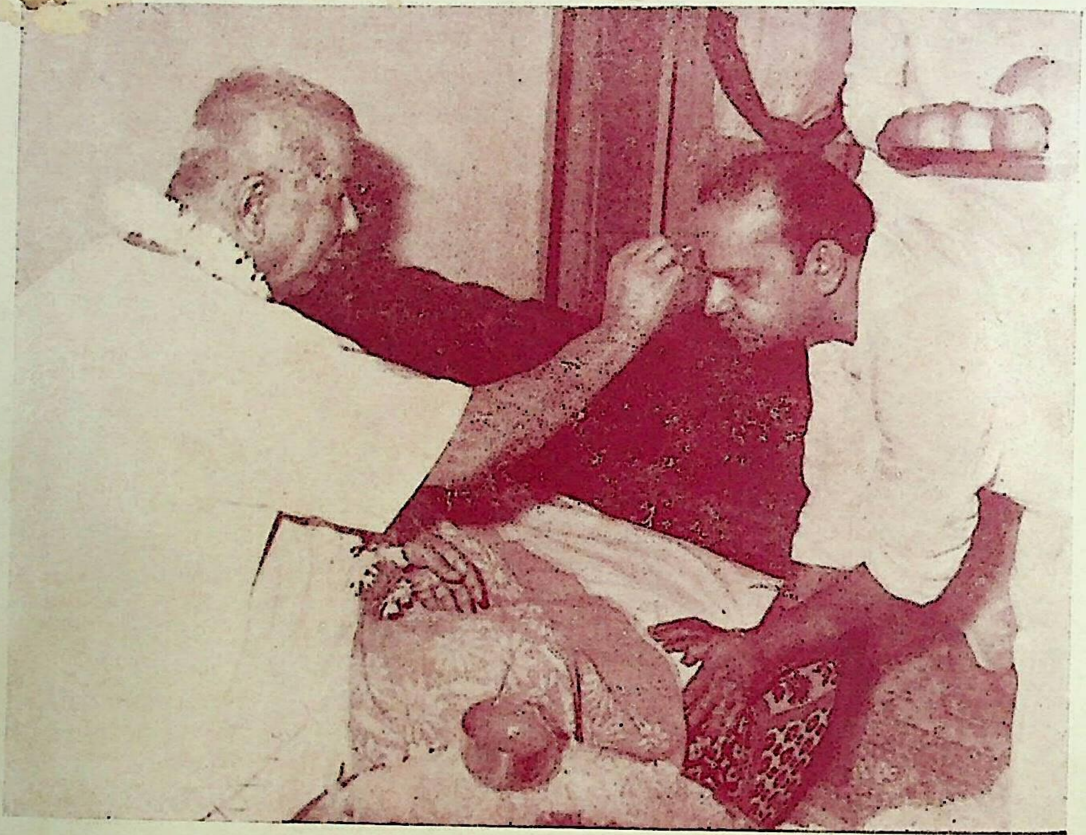

ऋद्धि सिद्धि गुरु कृपा ।

GOVIND STEEL COMPANY LTD.

219, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA--700 006

Approved Contractors Of Railway, D. G. S. & D.
And Manufacturers Of All Kinds Of C. I. Materials

Phones : Offiee : 55-7231, 55-7232
Works : 618-207, 618-431

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi